ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 July, 2023 ■ আগরতলা ১১ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৫ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো'র শাখা স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে ৩ বছরে ১০১ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ২০০৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন, আগরতলায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো'র শাখা স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় গত ৩ বছরে ১০১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪২ হাজার ১১২ টাকার বেআইনী নেশাসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সময়ে বেআইনী নেশাসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত ২ হাজার ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

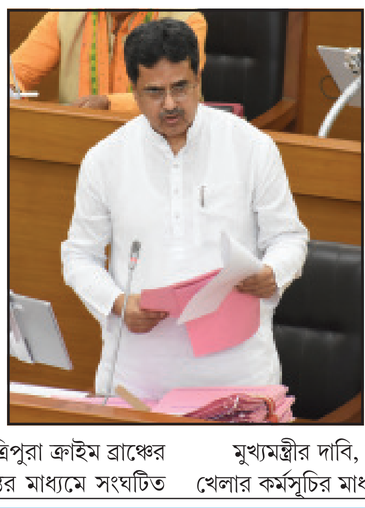

ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক কিশোর বর্মন এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের আনা প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, অবৈধ নেশাসামগ্রীর উৎস সন্ধানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাঁর দাবি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ এনডিপিএস মামলা তদন্তের জন্য ত্রিপুরা ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীন সিটকে হস্তান্তর করা হয়েছে যাতে তদন্তের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের নেটওয়ার্ক, অর্থদাতা, আন্ত:রাজ্য যোগসূত্র ইত্যাদি উদ্ঘাটন করে মূল অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়।

এদিন তিনি বলেন, গাঁজা গাছ ধ্বংসের জন্য নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। একটি ফুল বডি স্ক্যানার কেনার জন্য প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে যাতে নেশাসামগ্রী বহনকারী গাড়ির স্ক্যান করে নেশা দ্রব্য সনাক্ত করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এনডিপিএস মামলার তদন্তকার্যের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের নরসিংগড়স্থিত কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নিয়মিত প্রয়াস কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং জেলা পুলিশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেশাবিরোধী সচেতনতা প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকায়, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার কর্মসূচির মাধ্যমে নেশাদ্রব্য ব্যবহারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্সের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্সের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেন মেলাঘরের বাসিন্দা নারায়ণ দেবনাথ।

নারায়ণ দেবনাথের অভিযোগ, স্বনির্ভর হওয়ার জন্য তিনি উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স সংস্থা থেকে ৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ঋণ নিয়ে এখন বেকায়দা পড়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, ঋণ নেওয়ার সময় সংস্থা থেকে জানানো হয়েছিল ৭.২ শতাংশ হারে সুদ নেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেছে, তাঁর কাছ থেকে ১১-১২ শতাংশ হারে সুদ গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ চাইছে সংস্থা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র আটকে রেখেছে ওই সংস্থা।

অবশেষে তিনি আজ সকালে ওই সংস্থার আগরতলা শাখায় এসে যোগাযোগ করেন। আগরতলা শাখা থেকেও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে অতিরিক্ত ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা দিতে হবে। পাশাপাশি ওই সংস্থার কর্মীকে ২ লক্ষ টাকা দিলে তবেই ঋণ স্থায়ীভাবে পরিশোধ হবে এবং জমির দলিল সহ সমস্ত কাগজপত্র ফিরিয়ে দেবে। এবিষয়ে তিনি পশ্চিম থানায় সংস্থার দুই কর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রবীণ বিরোধী বিধায়কদের প্ররোচনায় নতুনদের অভব্য আচরণ বিধানসভায় ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে বিধানসভাকে কুলষিত করেছেন বিরোধীরা। ত্রিপুরার জন্য তা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। রাজ্যের জনমুখী বাজেট এবং পবিত্র বিধানসভায় সম্প্রীতি ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য। এই দিন খোয়াই জেলা কার্যালয় আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলের কয়েকজন বিধায়কের নাম উল্লেখ না করেও পবিত্র বিধানসভার অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং উন্মত্ত আচরণের জন্য তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানান।

তিনি বলেন উনারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। রাজ্যবাসীর প্রতি তাদের অনেক দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু তারা মানুষের কল্যাণে কাজ না করে সরকারের সমালোচনা সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। তাদের নেতিবাচক মনোভাব রাজ্যবাসীর জানার প্রয়োজন। বিধানসভায় যে অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাতে স্পষ্ট, বিরোধী দল আতঙ্কে ভুগছে। বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের অসভ্য আচরণ সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের প্রবীণ বিধায়করা মুখে কুলুপ এঁটে সমর্থন করে গেছেন। নবেন্দুর দাবি, বিরোধী পক্ষের প্রবীণ বিধায়করা নতুন বিধায়কদের অসভ্য আচরণ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।

নতুন বিধায়কদের দরকার ছিল সংসদীয় রীতিনীতি মেনে বিধায়সভায় প্রবেশ করা।তাঁর দাবি, বিরোধীরা যেভাবে বিধানসভাকে কুলষিত করেছেন তা কোনও ভাবেই সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারবেন না।শুধু দলীয়ভাবেই নয় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই ধরনের বাজেট রাজ্যে কখনো হয়নি। এই বাজেট জনকল্যাণমুখী। বিশেষ করে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ বাজেটে। এই দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা, পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবীতে হেজামারায় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। অন্নবস্ত্র বাসস্থান পানীয় জল রাস্তাঘাট ইত্যাদি মৌলিক অধিকার গুলি পূরণ করা যেকোনো সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়েই জনগণ জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করে পাঠান।

নির্বাচনের আগে ভোট প্রার্থীরা জনগণকে গণদেবতা হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করে নানা পরিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তারা সেই প্রতিশ্রুতি বে-মালুম ভুলে যায়। সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা এলাকার সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে অনেকেই এলাকায় পর্যন্ত যান না। স্বাভাবিক কারণেই যে প্রত্যাশা নিয়ে জনগণ জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন সেই প্রত্যাশা অধরাই থেকে যায়। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে হাজামারা ব্লকের মোহনবাড়ি এলাকায়।

রাস্তা মেরামত, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ এর দাবিতে সোমবার হেজামারার মোহনবাড়িতে সড়ক অবরোধে বসে হেজামারা ব্লকের ডুম্রাকারি ভিলেজের লোকজনরা।যাতে করে ব্যাহত হয় আগরতলা খোয়াই ও কমলপুরের মধ্যে যান চলাচল।সড়কের দু''ধারে আটকে যায় প্রচুর যানবাহন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সিধাই থানার পুলিশ সহ প্রশাসনিক স্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

অবরোধকারীদের বক্তব্য দীর্ঘবছর যাবৎ ডুম্রাকারি ভিলেজের তুইচাকমা পাড়া সহ বেশকিছু স্থানে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুলাই।। বাকি পাঁচটা দিনের মতো সোমবার দৈনিক হাজিরার কাজ করতে বাড়ি থেকে বের হলেও বাড়িতে আর ফেরা হলো না কৃষ্ণপুরের তপন বিশ্বাসের। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে অকালে চলে যেতে হল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যাণপুর থানাধীন কমলনগর এলাকার জনৈক পিন্টু দাসের বাড়িতে বিগত বেশ কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন প্রকারের হাজিরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তপন বিশ্বাস (৪৫)।

আজও যথারীতি যখন কাজ করছিলেন তখন হঠাৎ করে বাড়ির বেড়ার কাজ করার সময় বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসেন তপন বাবু, ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে সাথে সাথে উনার সাথে থাকা অন্যান্য শ্রমিকরা মারাত্মক আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাঙছে তিপ্রা মথা

এডিসির ল্যান্ড এলটম্যান্ট কমিটি থেকে এমডিসি সদাগরের পদত্যাগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। লোকসভা নির্বাচনের আগে মথার ঘর গোছানোর আগেই ঘর ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য পায়ে বেরি পড়িয়েও দলীয় কর্মীদের রাখা যাচ্ছে না। মহারাজের শান ও কাজে আসছে না। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় দল ভাঙ্গার হিরিক পড়ে গেছে। দলের গোষ্ঠী কোন দল এখন প্রকাশ্যে আসছে। সোমবার এডিসির সদস্য সদাগর কলই অমরপুর মহকুমা এডিসি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের পরই মাথার কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

সম্প্রতি আগরতলায় বিজেপি কার্যালয়ে মথার কয়েকজন শীর্ষ নেতৃত্ব বিজেপিতে যোগ দেয। বিজেপিতে যোগ দেওয়া পর মথার শীর্ষ নেতৃত্ব প্রদ্যুতের গ্রেটার তিপ্রালান্ড এবং সাংবিধানিক সল্যুশনের কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তারা বুঝে গেছেন জন জাতির স্বার্থ রক্ষায় মথা আগামী দিনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেনা। অর্থাৎ তাদের চোখে মুখে ও ছিল হতাশার সুর। এছাড়া দলের মধ্যে যে অন্তর কোন্দল তাও প্রকাশে বেরিয়ে এসেছিল তাদের কথা বার্তায়। ঠিক এমনটাই শোনা যাচ্ছে সদাগর কলইয়ের অ্যালটমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর। আজই তিনি পদত্যাগ পত্র এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যদিও এ বিষয়ে এমডিসির কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তার মোবাইলে অনেকবার চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। যোগাযোগ করা যায়নি এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে। তবে তার স্বাক্ষরিত চিঠি দিনভর সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিল। রাতে হোয়াটসঅ্যাপে পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও বলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯৪ জন দিব্যাঙ্গদের বিনামূল্যে মোটোরাইড ট্রাই-সাইকেল প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের প্রথম সারিতে আনার জন্য সরকার সংকল্পবদ্ধ। আজ আগরতলায় নরসিংগরস্থিত সিআরসি এসআরই প্রাঙ্গনে সামাজিক অধিকারিতা শিবিরে অংশগ্রহণ করে একথা বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৯৪ জন দিব্যাঙ্গদের বিনামূল্যে মোটোরাইড ট্রাই-সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। সহজ-সরল জীবনযাপনে এবং আর্থিক উপার্জন করার লক্ষ্যেই তাঁদের ওই সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই শিবিরে এনইএলডি কলকাতা এবং এএলইএমসিও র সহযোগীতায় ৯৪ জন দিব্যাঙ্গদের বিনামূল্যে মোটোরাইড ট্রাই-সাইকেল প্রদানে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তাঁর কথায়, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সমাজের সবচেয়ে বেশী শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের সমাজের প্রথম সারিতে দাঁড় করানোর প্রধানমন্ত্রীর সংকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই শিবির অনুষ্ঠিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল বিজেপি সদর জেলা কমিটির।

রাজ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের সূচনা আজ ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরায় কৃষকদের লাভবান করার উদ্দেশ্যে আগামীকাল ১১ জুলাই থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ে সূচনা হবে। রবি মরসুমে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে একথা জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, আজ সচিবালয়ে সারা ত্রিপুরার মহকুমা শাসকগণ এবং খাদ্য দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়েছে। ওই বৈঠকে আগামী ১১ জুলাই কৃষকদের কাছ থেকে চলতি বছরের ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ধান প্রতি কুইন্টাল ২০৪০ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৫০ কুইন্টাল ধান বিক্রয় করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ১১ জুলাই থেকে কৃষকরা সারা ত্রিপুরায় পর্যায়ক্রমে ৪০টি কেন্দ্রে ধান বিক্রয় করতে পারবেন। এবিষয়ে নিকটবর্তী কৃষি বিভাগের অফিস অথবা মহকুমা শাসকের অফিস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা শুরু বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। বিধানসভায় আজ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা শুরু করে বিরোধী দলনেতা বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা এই বাজেটকে এক দিশাহীন বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, বাজেটে রাজ্যের বেকার, কর্মচারী, জমিয়া, পশ্চাদপদ শ্রেণী সহ রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের ভবিষ্যৎ গঠনে কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। তাছাড়াও প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আজ আলোচনায় ১২ জন বিধায়ক অংশগ্রহণ করেন।

প্রস্তাবিত বাজেটকে সুদূরপ্রসারী ও জনকল্যাণমুখী বাজেট আখ্যায়িত করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। তিনি বলেন, এই বাজেটে শিক্ষা খাতে, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণে, ক্রীড়া কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেটে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। বাজেটের সমর্থনে বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুব সমাজকে পরিচিত করে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য এই বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।

এছাড়াও বাজেটের পক্ষে আলোচনা করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজমদার, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব ও বিধায়ক কিশোর বর্মণ। বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের প্রত্যেকটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো দূর্ঘটনায় দুই ছাত্র সহ গুরুতর ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। খোয়াইয়ের সোনাতলায় অটো দুর্ঘটনায় দুজন কলেজ ছাত্রসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালের স্থানান্তর করা হয়েছে। অপর চারজন খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খোয়াই শহরের উপর দিয়ে জাতীয় সড়ক তৈরি হবার পর থেকেই প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। দেখা গেছে ইতিমধ্যে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুজন মারা গিয়েছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন যানবাহন গুলি অতি গতিবেগে চলার দরুন প্রতিদিন খোয়াই এর. বিভিন্ন এলাকাতে পথ দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। তেমনিভাবে সোমবার দুপুর ২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ খোয়াই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মহিলা কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। নেশার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় ওরিয়েন্ট চৌমুনী এলাকায় ৪ ঘন্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। তাঁদের দাবি, নারীদের নিরাপত্তায় কার্যকরী পদক্ষেপ এবং নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিষ কুমার সাহা বলেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে আহবান জানিয়েছেন তাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কারণ, ত্রিপুরার যুবক যুবতী থেকে শুরু করে রাজ্যের একাংশ মানুষ দিন দিন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন।তাঁর অভিযোগ, মাদক রাজ্যে পরিনত হচ্ছে ত্রিপুরা। মাদক ব্যবসায়ীরা শাসক দলের আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়ে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। নারীদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি।

তাঁর আরও অভিযোগ, ত্রিপুরায় উত্তরোত্তর নারী নিযার্তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁর কথায়, নারীরা নির্যাতিত হয়ে প্রসাশনের দ্বারস্থ হলেও তাঁদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রসাশন। এদিন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অভিযোগ, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা নেই। শাসক দলের কার্যকর্তারা নেশার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, বিজেপি সরকারের শাসনকালে দিন দিন ত্রিপুরা নেশার স্বর্গে পরিণত হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশের মান্যতা দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক, রেগে অগ্নিশর্মা পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। সরকারি নির্দেশের অবমাননা সরকারি বিদ্যালয়ে। বিগত কয়েক বছর আগে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে এখন থেকে বিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য অফিসে দেশের রাষ্ট্রপতির ছবি লাগাতে হবে। সেই মোতাবেক বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রত্যেকটা প্রাথমিক থেকে উচ্চতর মানের সমস্ত বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতির ছবি রয়েছে।

কিন্তু মুঙ্গিয়াকামি বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীনে হরিরাম সর্দার পাড়া এস বি স্কুলে গিয়ে তা লক্ষ্য করা গেল না রাষ্ট্রপতির ছবি। সব বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতির ছবি থাকলেও হলেও অন্য চিত্র পরিলক্ষিত হয় হরিরাম সরদারপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে। সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলে কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি। অনেকটা আমতা আমতা করে বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষের বিদ্যুৎ সংযোগ বেশ কয়েকদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। সে বিষয়েও তেমন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ বাবুকে। প্রচন্ড গরমের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশ করতে হচ্ছে।

অথচ প্রধান শিক্ষকের রুমে বিদ্যুৎ সংযোগ বহাল। সে বিষয়ে তিনি অনেকটা বিদ্যুৎ দপ্তরের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েই নিজের দ্বায়িত্ব খালাস করতে চেয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৬৭ ▫ ১১ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ২৫ আষাঢ় ▫মঙ্গলবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারতকে আরও ২৬টি রাফাল

সামরিক শক্তির দিক দিয়া ভারত আরও শক্তিশালী হইতেছে। ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের এ বিষয়ে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতেছে। শক্তির শর্ত অনুসারে ২৬ টি রাফাল বিমান সরবরাহ করবে ফ্রান্স।

২০১৪ সালে সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবহন, পরিকাঠামো ক্ষেত্র থেকে শুরু সামরিক এবং বিদেশনীতি, সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের পরবর্তন চোখে পড়িবার মতো। ক্ষমতায় আসিয়াই বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকা এম এম রেক এর অধীনে ২৬টি রাফাল বিমানের চুক্তি করা হয় ফ্রান্সের সাথে। এবার নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে আরো একবার ফ্রান্সে যাইতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ভারতে দুই খানা মহামূল্যবান এয়ারক্রাফ ক্যারিয়ার রহিয়াছে। কিন্তু দুই বিমানবাহী রণতরীতে লড়াইয়ের জন্য যুদ্ধবিমামের সংখ্যা কম থাকায় আবারও ফ্রান্সের রাফাল বিমান কিনিতে চলিয়াছে ভারত। আমেরিকান এফ/১৮ এবং ফ্রান্সের দাসাল্ড রাফেল রাফি বিমানের মধ্যে জোর টক্করের পর অবশেষে আইএনএস ভিকরান্ট এর জন্য ২৬টি রাফাল-এম যুদ্ধবিমানের চুক্তি হইতে পারে।'

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেছেন। লক্ষ্য সেখানের বাস্তিল দিবস উপলক্ষে উৎসবের উদযাপনে অংশ নেওয়া। সেখানেই দুই মহামূল্যবান চুক্তি হইতে পারে দুই দেশের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, এর আগে আমেরিকা সফরে গিযয়া প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেডাটর ড্রোন এবং জিআর এর সাথে ইঞ্জিনের টেকনলজি ট্রান্সফার সংক্রান্ত চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর থেকেই ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে ফাইটার জেট নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে ফ্রান্স। সেই নিয়াও আলোচনা হইতে পারে এই বৈঠকে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরে মেরিন রাফালের চুক্তি হইতে পারে। তবে শুধু তাই নয়, বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষিত স্যাফরানের সাথেও ইঞ্জিন নিয়া চুক্তি করিতে পারে ভারত। খবর অনুযায়ী ১১০ কিলো নিউটন ইঞ্জিনটি পুরোটাই তৈরি হইবে ভারতে। তাহাতে প্রযুক্তিগত ভাবে যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবে স্যাফরান। এছাড়া টি আর ডি ও এর কাবেরী ইঞ্জিনের নির্মাণেও সহায়তা করিতে পারে ফ্রান্স।'

ফ্রান্সের বাস্তিল দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত রহিয়াছেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে আলোচনা হইতে পারে ভারত-ফ্রান্সের যুগলবন্দিতে 'অ্যাডভান্সড মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফ'- নির্মানের বিষয়ে। এই নয়া যুদ্ধবিমানেই লাগানো হইতে পারে নতুন ইঞ্জিনটি। এই প্রথম না, এর আগে রাশিয়ার সাথে পঞ্চম প্রজন্মের বিমান তৈরীর চুক্তি করে ভারত। তাছাড়া ব্রিটেনের তরফেও কয়েকদিন আগে যুগ্মভাবে যুদ্ধবিমান নির্মাণের আমন্ত্রন দেওয়া হয় ভারতকে।

রাতে জোর করে স্ট্রংরুমে ঢোকার চেষ্টা সাবিনা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে

মালদা, ১০ জুলাই (হি. স.) : মালদার মোথাবাড়িতে স্ট্রংরুমে দলবল নিয়ে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।

এর জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। রাতেই প্রতিরোধে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে পুলিশের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধায় আর এলাকার মানুষের প্রতিরোধে শেষমেশ এলাকা ছাড়েন সাবিনা। ভোর পর্যন্ত ছিল উত্তেজনা। জানা গিয়েছে, এই নিয়ে রাজ্যপাল আর নির্বাচন কমিশনের কাছে যাচ্ছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাবিনা ইয়াসমিন।

সূত্রের খবর, রবিবার মধ্য রাতের পর থেকে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় মালদহর ওই এলাকায়। কংগ্রেসের অভিযোগ, নিজের দলবদল নিয়ে স্ট্রংরুমের ভিতরে ঢোকার ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকেন রাজ্যের মন্ত্রী। এরপরই গ্রামবাসীরা বাধা দেন। সঙ্গে উপস্থিত হন জোট কর্মীরাও। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও পুলিশ আধিকারিক ও বিডিও। কীভাবে তাঁরা স্ট্রং রুমের ভিতরে গেলেন সেই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

অন্যদিকে, সাবিনা বলেন, "আপনারা সব ভুলভাল খবর শোনেন। আমার কোনও শখ নেই স্ট্রং রুমে যাব। বিরোধীরাই ওইখানে ঢুকে বসে রয়েছে। শাসকদলের কাউকে যেতে দেয়নি। এমনকী সিসিটিভি তারও কাটা। সাবিনার বক্তব্য, আমরা তো হাতে চুরি পরে বসে নেই। স্ট্রংরুমে আমাদের যেতে দেওয়া হয়নি বলেই তো আমরা প্রশ্ন করতে গিয়েছিলাম কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।" অপরদিকে, কংগ্রেস নেতা ইশা খান চৌধুরী বলেন, "সাবিনা ইয়াসমিন ওই স্ট্রংরুমে গিয়েছিলেন। ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। আমরা বাধা দিই। একদম ভিতরে ঢুকতে পারেননি। কারণ গ্রামবাসীরা আর আমাদের বাধার মুখে পড়ে পিছু হঠতে হয়েছে ওনাকে।"

স্ট্রং রুমের ভিতর নির্মল মাজির বিরুদ্ধে গণনাকেন্দ্রের পাঁচিল ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা

হাওড়া, ১০ জুলাই (হি. স.) : স্ট্রং রুমের ভিতর খোদ তৃণমূল বিধায়ক! নির্মল মাজির বিরুদ্ধে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার খলিসানিতে। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি স্কুলে এই স্ট্রংরুম তৈরি করা হয়েছে।

উলুবেড়িয়া ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন বুথের ব্যালট বক্স এনে রাখা হয়েছে এখানেই। বিরোধীদের অভিযোগ, রবিবার রাতে দলের কর্মীদের নিয়ে ঢোকেন উলুবেরিয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নির্মল মাজি। এরপরই রাতে, স্ট্রং রুমের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাম-বিজেপি-কংগ্রেস-আইসএফ-এর কর্মী-সমর্থকরা।

শুরু হয় বিক্ষোভ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর দাবি করে তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে, ব্যাপক লাঠি চালায় পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যদিও তৃণমূল বিধায়কের দাবি, পুরোটাই গুজব। পাশাপাশি, হাওড়ার ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ কলেজের গণনাকেন্দ্রের পাঁচিল ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিরোধীদের অভিযোগ, স্ট্রং রুম থেকে ব্যালট বক্স লুঠের পরিকল্পনার উদ্দেশেই পাঁচিল ভাঙা হয়েছে। প্রতিবাদে একযোগে পথ অবরোধ করে বাম-বিজেপি ও নির্দল প্রার্থীর সমর্থকরা। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকেই পাঁচিল ভাঙা হয়। ভোট কর্মী ও বিভিন্ন দলের কর্মীদের প্রবেশের জন্য বিডিওর নির্দেশে নতুন গেট তৈরি করা হচ্ছে। তাই ভাঙা হয়েছে পাঁচিল।

কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থীর দুয়ারে পড়ল হুমকির পোস্টার

কোচবিহার, ১০ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থীর দুয়ারে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পড়ল হুমকি পোস্টার। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে এক নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারি এলাকায় ।জানা গেছে, ঘুঘুমারি এলাকায় ১৫৬ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থীর নাম রেশমি রানি দে ভৌমিক। এদিন সকালে দেখা যায়, তাঁর বাড়ির দরজার সামনে কেউ হুমকি পোস্টার ফেলে গিয়েছেন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে কোচবিহারের ৫৩টি বুথেও আজ চলছে পুনর্নির্বাচন। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হুমকি পোস্টারে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সেই পোস্টারে গলা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনকী আজ পুনর্নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্রে গেলে গলা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে সেই পোস্টারে। এই পোস্টার ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। খবর দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশে। তারা এসে এই পোস্টার উদ্ধার করেছে।

নারী মমতাময়ী

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত প্রকৃতিগত,জৈব-প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়োকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

ছোটবেলার কথা। খুব বকুনী খেয়েছিলাম মা'র কাছে। এখন বুঝি খুব সঙ্গত কারণেই। কিন্তু সেই বয়সে, মার প্রতি রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন স্কুলে। মা মর্মবেদনা নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করেছিল। কলেজ থেকে ফেরা মাত্র দিদিকে পাঠিয়েছিল স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে আমাকে নিয়ে আসার জন্য। বাড়ি ফিরলে স্নেহ দিয়ে ভালবাসা মাতা অশ্রুজলে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল মা ও দিদি। 'সে আজিকে হল কতকাল। তবু মনে হয়, যেন সেদিন সকাল।' ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে নারীর স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসার অজস্র কাহিনি। যুগে যুগে দেখা দিয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে স্নেহকারী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, কর্তব্য ও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা ধাত্রী পান্না, করুণাময়ী রাণী রাসমনি, জগজ্জননী মা সারদা, আমাদের অত্যন্ত কাছের লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা, সেবিকা ও জননী সন্ত মাদার টেরিজা, দেশবনন্ধুজায়া মমতাময়ী মাতা বাসন্তী দেবী এবং আরও অনেকে।

বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে নারীর এই সদগুণের অজস্র নমুনা। বড়দিদি'র মাধবী, বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী, রামের সুমতি'র নারায়ণী, মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, অনধিকার প্রবেশের জয়কালী মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা, পোস্টমাস্টারের রতন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নদী ও নারী গেল্পে নীলিমা, প্রবোধ কুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে'র রাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলো রমনীর রম্যগুণে ভাস্কর হয়ে আছে। তেমনি বিদেশি সাহিত্যে ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার রচনায় নিলোভনা জেন অস্টিনের প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস'এ এলিজাবেথ বেনেট' বা 'লিজা' বা 'লিজ্জি', লিও তলস্টায়ের 'অ্যানা ক্যারেনিনা'র অ্যানা ক্যারেনিনা' মার্গারেট মিচেলের গন উইথ দ্য উইন্ড রচনায় স্কারলেট ও হারা ক্রিস্টাল লি সাটনের রচনা 'নরমা রী' তে নরমা রী, পিএল ট্রাভার্সের অনবদ্য রচনা মেরী পপিন্সের মেরী পিপিন্স তাছাড়া এডিথ নেসাবিট এর লেখা দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন এর রবাট (ববি) ওয়াটারবারী প্রভৃতি চরিত্রগুলো নারীর রমণীয় গুড়ে অমর হয়ে আছে।

তবুও নারীর এই সদগুণ সর্বজনীন, অপার্থিব চিরস্থায়ী স্বর্গীয় কোন বৈশিষ্ট্য। নারীর অনেক স্বার্থপর নিষ্ঠুর নীচ পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবুও পুরুষের তুলনায় নারী বেশীমাত্রায় সামাজিক সদগুণের (প্রোসোশ্যাল বিবেভিয়ারস) অধিকারীণী। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। বরও দেন, আবস্যক হল খাঁড়াও ধরেন।

জীবজগতে স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ-প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রীদের চাইতে পুরুষ সুন্দর, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। মানুষের মধ্যে নারী সুন্দর। সিংহের কেশর, ময়ূরের পেখম, মোরগোর ঝুঁটি এবং রঙিন লম্বা পালকের পুচ্ছ, হরিণের শিং, পায়রার ঝুঁটি, পুরুষ পাখির মাথায় রঙের কারুকার্য এবং লম্বা লেজ, অনেক পুরুষ মাছের পাখনার বিচিত্র আকৃতি এবং রঙের বাহার শরীরে রক্ষের কারুকার্য, পুরুষ পাখির কণ্ঠের গান প্রভৃতি প্রাণীজগতে পুরুষকে করেছে সুন্দর, নিজেকে মনোমোহন করে সঙ্গিনীকে আকৃষ্ট করার জন্য। অনেক পুলে রঙের বাহার, পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গের মধুপান এবং ফলস্বরূপ ফুলের পরাগ মিল। কিন্তু কেন? কেন ময়ূরের সুন্দর পেখম? ডারউইনের যৌণ নির্বাচন (সেন্সুয়াল সিলেকশন) মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির এই অমিতব্যায়ীতা অর্থাৎ ময়ূরে সূদৃশ্য, রঙিন, লম্বা পেখম প্রভৃতি যৌণ মিলন ক্রীড়া (মেটিং গেম)'র পক্ষে সহায়ক। ময়ূরী সঙ্গী নির্বাচনের সময় পেখমের আকার, আকৃতি রঙ প্রভৃতিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। বিবর্তনের দিক থেকে এর যুক্তি বোঝ যায় কারণ দীর্ঘ এবং সুন্দর পেথম মানে শারীরিক সুস্থতা এবং ফলস্বরূপ সুস্থ, সবল সন্তানসন্ততি। সুতরাং প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যিগুলো সঙ্গিনী আকর্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক। এখন প্রশ্ন, কেন প্রকৃতির এই বিলাসিতা এবং কিভাবে পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রূপ পেল দীর্ঘদিন বিজ্ঞানীরা ধন্দে ছিলেন। উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডিসন ক্যাম্পাসের বিজ্ঞানীরী এর উত্তর খোঁজার জন্য পুরুষ ফ্রুট ফ্লাই এর বংশানুগত কৌশল (জেনেটিক সুইচ) বা তার সৌন্দর্যবিধায়ক বৈশিষ্ট্যের মূলে তাই নিয়ে গবেষণা করেন। পুরুষ প্রাণীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো যা তার মূল বা মুখ্য জননেন্দ্রিয়ের কোন অংশ বা অঙ্গ নয়, এদের বলা হয় গৌন যৌণ বৈশিষ্ট্য (সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স)। পুরুষ এবং মহিলার এই বৈশষ্ট্য সম্পর্কিত বংশানুগুলো একই। তাহলে বৈশিষ্ট্যের এই পার্থক্য কেন? দেখা গিয়েছে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিনের বংশানুগত অবদমনের (জেনেটিক রিপ্লেশন) ফলে পুরুষের ক্ষেত্রে তার পেটের পিছনের দিকে রক্ষের বাহারের সৃষ্টি হয় কিন্তু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন অবদমন না হওয়ায় এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

বৈশিষ্ট্যের এই উপকরণগুলো (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বংশানু)-তো ছিলই। তফাৎ শুধু, তারা অবদমিত হয়ে ছিল বা রাখা হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দের প্রয়োজনে। এবং প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে লোপ পাবে। যেমন, অনেক প্রাণীর অনেক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার অনেক উপায় ও চেষ্টা। নারীরা শুধু পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সাজগোজ করে না। পুরুষও নারীর চাহিদা,পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী সাজে, গায়ে গন্ধ মাখে। টিভিতে পুরুষদের ডিওডরান্টের বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মহিলারা কিভাবে আকৃষ্ট হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোনাল্ড ফিশার প্রথম প্রস্তাব করেন বংশানুগত যৌণ নির্বাচন কর্মপ্রণালী (জেনেটিক সেক্সুয়াল সিলেকশন মেকানিজম) পুরুষ প্রাণীর আতিশয্যময় শারীরিক অংলকরণের উদ্ভবের মূল্যে যা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যারা যৌণক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী প্রাণীর পছন্দ ও আকর্ষণ, এবং অনেকের মধ্যে থেকে সেই অলংকত পুরুষটিকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়ার পক্ষে সহায়ক (ফিশারিয়ান রানঅ্যাওয়ে) বিবর্তনবাদের দিক থেকে এই অলংকরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের (ন্যাচারাল সিলেকশন) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং বিসদৃশ এবং বেমানান (ইনকম্প্যাটিবল), ফিশারে তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুশ প্রাণীর অলংকরণ একটি ইতিবাচক পুনর্নিবেস (পজিটিভ ফিডব্যাক, রানঅ্যাওয়ে) প্রক্রিয়ার ফল যা চালিত করে স্ত্রী-প্রাণীর অন্তর্যৌণ (ইনটারসেক্সুয়াল) পছন্দ যার ফলে সেইসব পুরুষকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় যাদের এই অলংকরণ আছে। স্ত্রী প্রাণীর এই যৌণ বাচাই এবং পুরুষ -প্রাণীর এই অলংকরণ উভয়েই বংশানুগত ভাবে পরিবর্তনযোগ্য (জেনেটিক্যালি ভেরিয়েবল) এবং উত্তরাধির সূত্রে প্রাপ্য (হেরিটেবল)। মানুষের মধ্যে নারীর সৌন্দর্য্যও পুরুষের সঙ্গিনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেয় এবং পুরুষরে যৌণ নির্বাচনের (সেক্সুয়াল সিলেকশন) ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং সহায়ক) প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষের এবং মানুষের ক্ষেত্রে নারীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুগন (জেনেটিক)।

সৌন্দর্যের মূলে বিপরীত লিঙ্গের পছন্দ এবং চাহিদা , এবং এর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা মনোমত সঙ্গী বত্রা সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়া এবং পাওয়া। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন যেখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স) যৌণ নির্বাচন সেখানে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাওয়ার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর মেট)। কোন একটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ ও নারী দেখতে ভিন্ন রকমে হওয়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় যৌণ দ্বিরূপতা (সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম) যে সব প্রজাতির পুরুষরা স্ত্রীদের চাইতে অনেক বেশি বর্ণময় এবং বৈচিত্রময় সেখানে এর একমাত্র কারণ স্ত্রী প্রাণীরা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্মময় এবং সবচেয়ে জমকালো পুরুষকে সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্ণময় এবং সবচেয়ে জমকালো পুরষকে সঙ্গী বিসাবে বেছে নেয়। ফলে প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে বেশিমাত্রায় সংক্রমিত হয়। ফলস্বরূপ উজ্জ্বল এবং বর্ণময় পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। অপরদিকে স্ত্রী প্রাণীরা বর্ণে ও উজ্জ্বলতায় মৃয়মান হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয় কারণ তার ফলে তারা শিকারির নজর এড়িয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীদের দেখতে ভিন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে কারণগুলো স্পষ্ট নয় এবং সর্বাংশে জ্ঞাতও নয়। তবে একথা ঠিক যে পুরুষের চাইতে নারীর ক্ষেত্রে বাহ্যরূপ অর্থাৎ দেখতে সুন্দর হওয়ার ব্যাপারে একটা চাপ এবং চাহিদা রয়েছে। যদিও কারণটা যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক এবং সেই অর্থে বংশানুগত বিবর্তন (জেনেটিক এভেলিউশন) হিসাবে ততটা নয়। সত্যি কথা বলতে, মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে এই পার্থক্যের সঠিক যুক্তি নির্ভর কারণ আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

নারী ও পুরুষ প্রবেদ ঃ- প্রভূত গবেষণা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে নারীরা সাধারণ সামাজিক গুণে যেমন, উদারমনা, পরার্থপর, বৈষম্যতাবিরোধী, স্নেহশীলা প্রভৃতি গুণে পুরুষদের চাইতে অধিকমাত্রায় সমৃদ্ধ। অন্ততপক্ষে এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল, যশ, সুখ্যাতি প্রভৃতির গোপন অভিলাষ যদি না থাকে। অবশ্য এইসব বৈসিষ্ঠের অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষা (শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়), সামাজিক পরিকাঠমো এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। এখন প্রশ্ন, স্নায়ুজীববিদ্যা (নিউরোবায়োলজি) -র কোন স্তরে, কিভাবে এবং কেন এই সামাজিক গুণগুলোর প্রকাশভেদ দেখা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে মস্তিস্কের কার্যপ্রণালীর কোন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে?

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, জৈব প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়াকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। নারী পুরুষের জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট মস্তিষ্কের মধ্যে তেমন কোন আকৃতিগত পার্থক্য (মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স) স্পষ্ট নয় কিন্তু ক্রিয়াকর্ম সংক্রান্ত পার্থক্য এবং গুণগত পার্থক্য বোঝায় কিন্তু আকৃতিগত বা পরিমাণ সংক্রান্ত কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ক্রোমোজোমের পার্থক্য, হরমোনের পার্থক্য অবশ্যই আছে। পুরুষের মস্তিস্কে টেস্টোস্টেরোন হরমোনের প্রবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াকর্মের পার্থক্যের মূলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্লান্ডের পার্থক্য। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রগুলো আকৃতিগত ভাবে এক। তাঁদের দ্বারা নিঃসারিত হরমোনও এক, তফাৎ শুধু নিঃসরণের ধরনের অর্থাৎ মহিলাদের ক্ষেত্রে তালে তালে (পালসেটাইল) নিঃসরণ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এই নিঃসরন প্রায় অবিরাম (অলমোস্ট কন্সট্যান্ট) যার ফলে অণ্ডকোষ এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মূলগত তফাৎ নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রে আকৃতি এক কিন্তু ক্রিয়াকর্মে তফাৎ। পরিপাক প্রণালীর (গ্যাসস্ট্রোইনটেশটিন্যাল সিস্টেম) (প্যাসেজ টাইম) পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি যার প্রভাব পড়ে খাদ্য পরিপাকে এবং ওষুধের শোষণ ক্রিয়ায় (অ্যাবজরপশন টাইম)।

সুতরাং নারী ও পুরুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁদের ক্রিযাকর্মঘটিত পৃথক মস্তিষ্ক (ফাংকশন্যালি ডিপারেন্ট ব্রেন)-র দ্বারা সেক্ষেত্রে হয়তো "পুরুষ মস্তিষ্ক" এবং "স্ত্রী মস্তিষ্ক" স্বীকার করে নেওয়া যায়। পুরুষ ও নারীর সাদারণ মাসাজিক ও ব্যক্তিগত আচার আচরণ ব্যবহাকগত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে পুরুষদের থেকে নারীরা বেশি উদারমনোভাবাপন্ন। পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্ক এই সামাজিক ও ব্যক্তিগত সদাচারগুলোকে এবং স্বার্থপরতাকে ভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে কার্যকরী করে। নারীর ক্ষেত্রে সদাচারগুলো মূল্য পায় বেশি পক্ষান্তরে পুরুষের ক্ষেত্রে স্বার্থপর আচারণ বেশিমাত্রায় পুরস্কৃত হয়। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অংশ স্ট্রাইয়াটাম আমাদের ব্যবহারকে পুরুস্কৃত করার সাথে যুক্ত এবং আমরা যখন কো নসিদ্ধান্ত নেই তখন মস্তিস্কের এই অংশটি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ট্রাইয়াটাম অংশটি ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে সদগুণ সম্পন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, যখন স্বার্থপরতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার তুলনায়। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর ব্যবহারকে অধিক মূল্য দেওয়া হয়। আবার দেখা গিয়েছে কোন ওষুধের যদি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয় তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর মনোবাব প্রাধান্য পায় এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে সদগুণের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং পুরুষও মহিলাদের মস্তিষ্কের স্তরে (বায়োলজিক্যাল লেভেল) নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এই গুণ নারীর সহজাত এবং এর উদ্ভবের মূল্যে বিবর্তন। আমাদের মস্তিষ্কে 'পুরস্কৃত হওয়া এবং শিক্ষণ প্রণালী (রিওয়ার্ড অ্যান্ড লার্নিং সিস্টেম) সহযোগী হয়ে কাজ করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে মেয়েরা সামাজিক সদাচারের জন্য প্রশংসা ওপুরস্কার পায় ফলে তাঁদের মধ্যে স্বার্থপর না হয়ে অন্যকে সহায়তা করলে পুরস্কৃত হওয়া যায় এই ধারণা বা প্রবণতা মনে গেঁথে যায়। মহিলা ও পুরুষের ব্যবহারের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উপরেও নির্ভর করে। এবং মহিলা ও পুরুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আশা, আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে এই সামাজিক ব্যবহার।

ডোপমিন এবং আমাদের আচার, আচরণ ও ব্যবহারঃ- আমাদের ব্যবহার, আচার, আচরণ সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা। এবং এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় স্নায়ুসংবাদ পরিবাহী (নিউরোট্রান্সমিটার) কতকগুলো রাসায়নিক বার্তাবাহক যৌগের (কেমিক্যাল মেসেঞ্জার) দ্বারা যেমন, ডোপামিন, সেরোটোনিন প্রভৃতি। স্নায়বিক পর্যায়ে মানুষের সামার্জিক সদগুণগুলো ভীষণভাবে প্রভাবিত হয় মস্তিষ্কে ডোপামিনের ক্ষরণ এবং মাত্রার দ্বারা।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে ডোপামিন কার্য কারণ সম্পর্কিতভাবে মানুষের সামাজিক আচরণের সাথে যুক্ত। পরীক্ষামূলকভাবে ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেখা গিয়েছে তার ফলে সর্বসমতাবাদী অভিপ্রায় (ইগালিটারিয়ান মোটিভস) মানুষের ব্যবহারে অগ্রাধিকার পায়। যন্ত্রগণকের সাহায্যে রচিত মডেলের (কম্প্যুটেশন্যাল মডেলিং) দ্বারা দেখা গিয়েছে বৈষমাবিরোধী মনোভাবকে ডোপামিনের মাত্রা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ডোপামিন মানুষের সামাজিক আচার-আচরণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। **লিঙ্গভেদেজ ডোপামিনজাত সামাজিক আচরণে পক্ষপাতিত্বঃ-** নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা ও পরিমাণের পার্থক্য এবং ডোপামিনের গ্রাহকের (ডোপামিন রিপ্টোর) ঘনত্বের (পরিমানের) একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে ডোপামিনের প্রভাব লক্ষ করে লিঙ্গভেদে সামাজিক আচরণের পক্ষপাতিত্বের উপর নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিন নির্ভর একটি পরীক্ষা করা হয়। ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে নারী বেশি মাত্রায় স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারমুখী হবে এবং যেহেতু পুরুষের স্বার্থপরতার প্রবণতা বেশি ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে পুরুষ বেশি মাত্রায় স্বার্থপর হবে। দেখা গিয়েছে নারীরা দান এবং সেবামূলক কাজ করার সময় তাঁদের স্ট্রাইয়াটামের (মস্তিষ্কের যে অংশটি ডোপামিনের দ্বারা ভীষণভাবে উদ্দীপিত হয়) সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এবং নারীদের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্র কমিয়ে দিলে সআবর্থপরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইযাটামের সক্রিয়তাও হ্রাস পায়।

অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা কমিয়ে দিলে পুরুষের মধ্যে স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইয়াটামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অবার স্বাভাবিক অবস্থায় ডোপমিন প্রতিরোধী এমসিইলপ্রাইড ব্যবহার করে মস্তিষ্কে ডোপমিনের মাত্রা পরীক্ষামূলকভাবে কমিয়ে দিয়ে নারীপুরুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ডোপমিনের মাত্রা কমিয়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই রকমই ফল পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং লিঙ্গভেদের ফলে সদাচারণের প্রবণতা প্রকাশভেদ হয়। এবং নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি মাত্রায় সদাচার প্রবণ এবং তার জন্য তাঁদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম এবং ডোপামিনের মাত্রার প্রভাব কাজ করে।

বংশানুগত এবং পরিবেশগত প্রভাব ঃ- মানুষ 'সামাজিক জীব'। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির নিদারুণ প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করতে শেখে। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়। একক জীবনের চাইতে গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবনে সবার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই জটিলতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বেশিমাত্রায় বুদ্ধির প্রয়োজন। সামাজিক জীবন মানুষের বুদ্ধির উৎকৃষ্ঠতার প্রদান কারণ না হলেও একটি মুখ্য কারণ। জীবজগতে মানুষ সবচেয়ে বৃদ্ধির স্বরূপ হিসাবে ও সামাজিক জীবনের দায়বদ্ধতা হিসাবে মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক সদগুণ ও সদাচার এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ভীষণভাবে দানা বাঁধে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে আরও সার্থক করে তোলার জন্য। তাই ব্যক্তিগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। আবার মানুষের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহারেরক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যমজ সন্তান, পোষ্য সন্তানদের মধ্যে স্নায়বার হরমোন সংক্রান্ত (নিউরোহরমোনাল) এবং আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে সামাজিক সদগুণ এবং অসদগুণগুলো বংশানুগত পার্থক্যের উপর বহুলাংশে এবং পরিবেশের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। সামাজিক সদগুণগুলো অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। যে সমস্ত পিতামাতার মধ্যে সামাজিক সদাচার ও সদগুণগুলোর আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যেও এইসব সদগুণগুলোর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে শৈশবে সামাজিক সদগুণগুলোর উপস্থিতি সমানভাবে লক্ষ্য করা গেলেও বায়োবৃদ্ধির সাথে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে এই সদগুণগুলোর মধ্যে প্রকাশের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতারং সামাজিক সদাচারও সদগুণগুলো শুধু যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং বংশানুগত তাই নয়, পরিবেশের উপরও অনেকাংশ নির্ভরশীল।

ঘরের শিক্ষাও এক্ষেত্রে অনেক কাজ করে। শৈশবে পিতামাতা যদি সন্তানকে খাবার জিনিস, খেলনা সামগ্রী প্রভৃতি অন্য শিশুদের সাথে ভাগ্যভাগি করে খেতে এবং খেলতে শেখান তাহলে শিশুসন্তানদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বিকাশ লাভে সমর্থ হবে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই গুণগুলো পরিবর্তনশীল এবং এই সদগুণগুলোর চর্চা করলে এরা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে। অন্যথায় বংশানুগত কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব গগুণেণ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চর্চার অভাবে এবং পরিবেশের প্রভাবে এই গুণগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেখা গিয়েছে শিক্ষকদের যদি প্রশিক্ষিত করা যায় ছাত্রদের মধ্যে সদাচার প্রবৃত্তিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সেক্ষেত্র সুফল পাওয়া যায়। এমনকি টিভি প্রোগ্রামের সাহায্যে যদি এই সদাচারণের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করা যায় তাহলেও সুফল মেলে।

শিশুদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বৃদ্ধি পায় যদি পিতামাতারা তাদের সন্তানদের ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং তাগিদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হয়। অপরাদিকে রূঢ়, কঠোর কর্তৃত্বপূর্ণ এবং সামান্য ব্যাপারে শাস্তি দিতে আগ্রহ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সাধারণত এইশব গুণের কমতি দেখা যায়। সামাজিক আচরণেণ ক্ষেত্রে হরমোনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আবার সামাজিক ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যেমন পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক থাকলে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ দেওয়ানেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা কোন স্বার্থ থাকলে অথবা নিজের সুনাম, যশ প্রভৃতির কথা ভেবে মানুষ সাধারণত সদাচারে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য, মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য। খারাপ পরিস্থিতি পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড়, উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশেও।
সোমবার থেকেই বৃষ্টি কমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে।
বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজ্যগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টি পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী এবং অধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতের কিছু অংশে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন তিনি। স্থানীয় প্রশাসন, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ দলগুলি ক্ষতিগ্রস্তদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।
এদিকে, বন্যা পরিস্থিতি এবং জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, হরিয়ানা, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের জাতীয় মহাসড়কের উপর বৃষ্টি ও বন্যার প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক সচিব, এনএইচএআই চেয়ারম্যান, ডিজি রোডস এবং অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিত এই বিশেষ বৈঠকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মণিপুরে অব্যাহত গোলাগুলি, হত এক ও আহত কয়েকজন

ইমফল, ১০ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে অব্যাহত বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা। ফের গোলাগুলির ঘটনায় একজনের মৃত্যু ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনা ইমফল পশ্চিম ও কাংপোকপি জেলার সীমান্তবর্তী দুটি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রবিবার মধ্য রাত থেকে ইমফল পশ্চিম ও কাংপোকপি জেলার সীমান্তবর্তী ফায়েং এবং সিংদা গ্রামে লাগাতার গুলিবর্ষণ শুরু হয়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে দুটি গ্রামে পাঠানো হয় আসাম রাইফেলস-এর অতিরিক্ত বাহিনী। আসাম রাইফেলস-এর কড়া পদক্ষেপে আজ সোমবার ভোরের দিকে গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়েছে। প্রতিপক্ষ দুই সম্প্রদায়ের উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।
তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আসাম রাইফেলস অবস্থান করলেও আজ ১০ জুলাই সকালের দিকে সিংদা গ্রামের পাহাড়ের দিকে আবারও বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সিংদা পাহাড়ের দিকে গুলি বর্ষণে আরও হতাহতের খবর পাওয়া যেতে পারে। এদিকে সেনা ও পুলিশ এলাকায় তালাশি অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

রোহিঙ্গা শিবিরে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আরসার শীর্ষ নেতা নিহত

কক্সবাজার, ১০ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ার ১৭ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি আরসা ও পুলিশের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আরসার শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. হুসেন প্রকাশ ওরফে হুসেন মাঝি নিহত হয়েছেন।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি, ওয়াকিটকি, মোবাইল সেট এবং একাধিক মোবাইল ফোনের সিম উদ্ধার হয়। সোমবার ভোরে রোহিঙ্গা শিবিরে অভিযান চালালে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে আরসার। ১৪ আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) সৈয়দ হারুন অর রশীদ এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, গোলাগুলির ঘটনায় নিহত হুসেন প্রকাশ একাধিক হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। রোহিঙ্গা শিবিরে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন হুসেন।
শিবিরগুলোতে অপরাধ কর্মকাণ্ড ঠেকাতে এ অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান সৈয়দ হারুন অর রশীদ।
উখিয়া থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত ৭ জুলাই ভোরে উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্প-৮ পশ্চিম রোহিঙ্গা শিবিরের বি-১৫, বি-১৬ ও বি-১৭ ব্লক এলাকায় আরসার সঙ্গে মায়ানমারের আরেকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আরএসও - এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর অপর দুজন মারা যান। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও একটি গুলি উদ্ধার করে এপিবিএনের সদস্যরা।

আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, মৃতদের সৎকারে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের দিন যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্যকে। যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের আত্মীয়দের সৎকারের কাজেও সাহায্য করতে হবে।
সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর করা মামলায় এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। ভোটের দিন যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অধীরবাবু।
আদালতে অধীরবাবু বলেন, রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে নবজাগরণ আসবে। এ রাজ্যে কি সত্যিই কোনও গণতন্ত্র আছে?" ভোটের দিন অশান্তির অভিযোগ উঠেছে, সে সম্পর্কে অধীরবাবু মন্তব্য করেন, 'গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলছে'। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মিলে বাংলার সাধারণ ভোটারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।
মামলায় অধীরবাবু উল্লেখ করেন, তাঁর জেলা অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ সহ সব জায়গায় ভোটের দিন দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কোথায়, কার কাছে যেতে হবে, তা জানেন না আক্রান্তরা। তিনি উল্লেখ করেছেন, হাসপাতালেও যেতে পারেননি অনেকে। গত শনিবার ভোটগ্রহণ হয়েছে। সেই ভোট নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর আর্জি ছিল, ভোটের দিন যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সোমবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

আরও সোচ্চারে বাংলার অধিকার, অনগ্রসর মানুষের হক আদায়ের লক্ষ্যে প্রার্থী সামিরুল

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : আরও সোচ্চারে বাংলার অধিকার, অনগ্রসর মানুষের হক আদায়ের কথা বলতে রাজ্যসভায় সামিরুলকে প্রার্থী করল তৃণমূল।
একেবারে প্রান্তিক চাষির ছেলে। নিজে রসায়নের অধ্যাপক। বাবা চাষ করতেন। কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। দুনিগ্রামের বাড়িতে সামিরুলের এখন মা থাকেন। তিনি অসুস্থ। রাজনীতির দুনিয়ায় একেবারে প্রায় আনকোরা এমনই একজনকে রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী করে তাক লাগাল তৃণমূল।নেশায় সংগঠক। তাঁর মূল কাজ অনগ্রসর শ্রেণিকে সংগঠিত করা। করোনার সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিল তাঁর সংগঠন। বস্তুত, সংগঠনের ভূমিকা তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।
১৯৮৭ সালে বীরভূমের রামপুরহাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে দুনিগ্রামে জন্ম সামিরুলের। সেই এলাকা হাসন বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত। পড়াশোনা শুরু দুনিগ্রাম হাইস্কুলে। মাধ্যমিকের পর ভর্তি হন রামপুরহাট হাইস্কুলে। সেখান থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক। সামিরুল তার পরে চলে আসেন কলকাতায়। মণীন্দ্র কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক। তারপর দিল্লি আইআইটি থেকে স্নাতকোত্তর। সামিরুলের স্ত্রী আইনজীবী। তবে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে খুব একটা আগ্রহী নন তিনি। প্রশ্ন করায় বললেন, "ও সব থাক না!" তবে বাবার কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলায় ধরা পড়ে আবেগ আর শ্লাঘা।
দুপুরে বিধানসভায় পৌঁছে মনোনয়নপত্রে সই-সাবুদ করেন তিনি। তবে তার আগে পর্যন্ত জানতেন না, তৃণমূলের কোন কোন বিধায়ক তাঁর প্রস্তাবক, কারা সমর্থক। বিধানসভায় পৌঁছে জানতে পারেন।
সামিরুলের মূল কাজের বিষয় অনগ্রসর শ্রেণিকে সংগঠিত করা। অতিমারির সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন সামিরুল। সেই উদ্যোগে জড়িয়ে ছিল তাঁর সংগঠনও।
তবে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে 'নো ভোট টু বিজেপি স্লোগান' তৈরি, প্রচার এবং একটা সার্বিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সামিরুলের ভূমিকা নজর কেড়েছিল শাসকদলের।
২০২১ সালের প্রাকবিধানসভা পর্ব সামিরুল এবং তৃণমূলকে কাছাকাছি এনেছিল বলেই বলছেন অনেকে। ভোটের পর থেকে 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ'-এর সঙ্গে তৃণমূল ধারাবাহিক সমন্বয় রেখে চলেছিল বলেও খবর। সামিরুলের অবশ্য বক্তব্য, কোভিড-পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে পর্যবেক্ষণ কমিটি গড়েছিল, তা তাঁকে তৃণমূলের প্রতি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত করেছিল।
সক্রিয় ভাবে সংসদীয় বা পরিষদীয় ভোটের রাজনীতি না-করলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'সক্রিয়' অংশগ্রণ ছিল সামিরুলের। সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন, কৃষক সংগ্রাম সবেতেই যুক্ত থেকেছেন। কিন্তু কখনও দলীয় রাজনীতির বৃত্তে ছিলেন না।

গঙ্গারামপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ, প্রতিবাদ সুকান্তব

গঙ্গারামপুর, ১০ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এলাকা। সোমবার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করেন সুকান্ত মজুমদার। জানা গেছে, গঙ্গারামপুর ব্লকের রাঘবপুর হাইস্কুলের ১১১ নম্বর বুথ সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি পৌঁছোতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বুথ সংলগ্ন এলাকায় আসতে দেখেই বাধা দেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। মুহূর্তে তৃণমূল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বচসা এবং হাতাহাতির জেরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় গঙ্গারামপুর মহকুমার এসডিপিও সহ গঙ্গারামপুর থানা বিশাল পুলিশবাহিনী।

দৃষ্টিহীন সাজিয়ে বুথে নিয়ে গিয়ে জোর করে তৃণমূলে ভোট

মুর্শিদাবাদ, ১০ জুলাই (হি. স.) : গ্রামেরই মহিলাকে দৃষ্টিহীন সাজিয়ে বুথে নিয়ে গিয়ে জোর করে ভোটদানের অভিযোগকে ঘিরে সোমবার উত্তেজনা দেখা দেয় মুর্শিদাবাদের সালারের প্রসাদপুর গ্রামে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে কাঠগড়ায় তৃণমূল।
সালারের প্রসাদপুর গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, সোমবার সকাল থেকেই ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর তার জেরে পুনর্নির্বাচনের দিন বুথমুখী হতে পারেন নি অনেক গ্রামবাসী। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটা পেরিয়ে গেলেও হাতেগোনা কয়েকজন ভোটারকে দেখা যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।
গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামেরই এক মহিলাকে দৃষ্টিহীন সাজিয়ে বুথে নিয়ে গিয়ে জোর করে ভোটদানের অভিযোগ ওঠে। তাঁদের দাবি, হাই কোর্টের নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুথের ভিতর ছিল সিভিক ভলান্টিয়ার। আর সেই বুথেই চলে দেদার 'ছাপ্পা'। মুর্শিদাবাদের সালারের এই ঘটনায় নির্বাচনেও এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রসাদপুর গ্রামে।
রবিবার রাত থেকেই শাসকদল গ্রামের প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ও বাড়িতে বাড়িতে হুমকি ও ভাঙচুর চালায়। তৃণমূলকে ভোট না দিলে খুন করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।
এদিকে, জ্যাংড়ায় ভুয়ো ভোটারকে হাতেনাতে পাকড়াও করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটার স্লিপে একরকমের নাম। আর পরিচয়পত্রে অন্য নাম। তার জেরে সন্দেহ হয়। ২৬৬-২৬৭ নম্বর বুথে ভোট দিতে যাওয়ার সময় হাতেনাতে চার ভুয়ো ভোটারকে পাকড়াও করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনেও অশান্তি হয়। গুলিও চলে।

ময়নায় পুনর্নির্বাচনেও বোমাবাজি, বেলডাঙার পুকুর পাড়ে মিলল সকেট বোমা

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি.স.): পুনর্নির্বাচনেও উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না। সেখানকার বাকচা এলাকায় ২২৮ নম্বর বুথের কাছে সোমবার বোমাবাজি করে এক দল দুষ্কৃতী। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগও উঠেছে। বিজেপি এই দাবি অস্বীকার করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।
এদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় গুচ্ছ গুচ্ছ সকেট বোমা উদ্ধার। অভিযোগ, রবিবার রাতে অপরিচিত কয়েক জনের গতিবিধি গ্রামবাসীদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। রাতেই তাঁদের নজরে আসে কিছু ব্যাগ। গ্রামবাসীরা তল্লাশি চালিয়ে ওই ব্যাগগুলি উদ্ধার করে। দু'টি ব্যাগে ছিল মোট ৩২টি সকেট বোমা। পরে পুলিশ এলে আরও দু'টি বোমা উদ্ধার হয়।

বউভাত হচ্ছে না শ্রুতি-স্বর্ণেন্দুর, বিয়ের পরই বাপের বাড়িতে শ্রুতি

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি.স.) : চুপি সারে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। বহুদিনের প্রেমিক তথা পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন শ্রুতি। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি পোস্ট করে বিয়ের কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন শ্রুতি। কিন্তু কি কান্ড বিয়ে করতে না করতেই বাপের বাড়িতে ফিরলেন অভিনেত্রী।
বহুদিনের প্রেম ছিল শ্রুতি স্বর্ণেন্দুর। নিজের প্রেমের কথা বারবার শিকার করেছেন অভিনেত্রী। কিন্তু বিয়েটা কবে করছেন সে কথা কাউকেই জানান নি তিনি। রবিবার রাতে আইনি বিয়ে সেরে সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু দুজনেই। হিসেব মতো সোমবারই শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার কথা শ্রুতির। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি না গিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকলেন শ্রুতি। কারন তাঁর নাকি বউভাত, কালরাত্রি কোনও নিয়মই পালন হচ্ছে না। এমনকী বিয়ের পর রীতি অনুযায়ী যেখানে শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীর গৃহপ্রবেশ ঘটে, শ্রুতির ক্ষেত্রে তেমনটাও হয়নি। বিয়ে করেই শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু যে যাঁর বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

হুমকির মুখে সুরক্ষা, কর্নাটক বিধানসৌধে ঢোকার মুখে অস্ত্রসহ আটক মহিলা

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই (হি.স.) : কর্নাটক বিধানসভার সুরক্ষা বলয় ভাঙার চেষ্টা। সোমবার বিধানসৌধে ঢোকার মুখে অস্ত্রসহ আটকানো হল এক মহিলাকে। তাঁর ব্যাগে একটি বড় মাপের ছুরি ছিল বলে জানা গিয়েছে। মহিলাকে আটক করে বিধানসৌধ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এই ঘটনার পরই কর্নাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ, ইউটি খাদের নিজেই গোটা বিধানসভা চত্বর ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। খাদের বলেছেন, "আমি আজ পুরো এলাকা ঘুরে দেখেছি। আমরা বিধানসৌধকে সবার জন্য নিরাপদ রাখতে চাই। অনেকেই বিধানসভা দেখতে আসেন। বিভিন্ন কাজে আসেন। আমি চাই, সকলে যাতে মসৃণভাবে কাজ করতে পারে।"
প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই, গত শুক্রবার কর্নাটক বিধানসভায় চলতি বছরের বাজেট পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। ওই দিনও বিধানসভার সুরক্ষা লঙ্ঘন করেছিলেন এক ব্যক্তি। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন, থিপ্পরুদ্র নামে এক ব্যক্তি প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বিধানসভার ভিতরে জেডি(এস) বিধায়ক করিম্মা জি নায়েকের আসনে বসেছিলেন। শরণ গৌড়া নামে অপর এক জেডি(এস) তাকে দেখে অভিযোগ করেন। বর্তমানে ওই ব্যক্তি বিধানসৌধ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।
জানা গিয়েছে, তিনি দর্শকের টিকিট নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেছিলেন।
সেই টিকিটে তাঁর গ্যালারিতে যাওয়ার কথা। কিন্তু, প্রবেশের সময়ে তিনি নিজেকে বিধায়ক বলে দাবি করেছিলেন। এই ঘটনর বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. জি পরমেশ্বর।

১৩ জুলাই অবধি বন্ধ থাকছে পঞ্জাবের স্কুল, বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা রাজ্যের নানা অংশে

চন্ডীগড়, ১০ জুলাই (হি.স.) : বৃষ্টি-বিপর্যয়ের কারণে পঞ্জাবে আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকছে সমস্ত স্কুল। অবিরাম বৃষ্টির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্জাব সরকার। এর আগে রাজ্যে বৃষ্টি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ছুটি ঘোষণা করেছিল পঞ্জাব সরকার। কিন্তু, সোমবার তা বাড়িয়ে ১৩ জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছে।
এক টুইটে পঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হরজোত বাইন্স জানান, টানা বৃষ্টির কারণে ১৩ জুলাই পর্যন্ত সমস্ত সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবের বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টির জল জমে গিয়েছে এবং রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির কারণে অনেক রাস্তা ও আবাসিক এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত বিজেপি কর্মীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১০ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোট মিটে যাওয়ার পরেই ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এলাকায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা।
সোমবার বিজেপি-র তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "শনিবার গভীর রাতে মিনাখা থানার চার নম্বর চৈতল এলাকায় সন্তু পাত্র, যোগেন্দ্রনাথ করন, নির্মল দাসসহ প্রায় চারজন বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ব্যাপক পরিমাণে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় তৃণমূল।
বাড়ির জানালার কাঁচ, টিভি, আলমারি, রান্নার গ্যাস রান্নার সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র

ব্যাপক পরিমাণে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমনকি আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকা-পয়সা ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে চলে যায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি যোগেন্দ্রনাথ করন নামে এক বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুর করে দোকানের জিনিসপত্র লুটপাট করে তৃণমূল আশ্রিতে দুষ্কৃতীরা।
ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বিজেপি কর্মীরা ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছেন। ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।"

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

মাইক্রোওয়েভে রান্না খেয়ে হতে পারে ক্যান্সার

রান্নাঘরে আধুনিকতার ছোঁয়া হলো মাইক্রোওয়েভ। এই ওভেন না থাকলে অনেক গৃহিণীর মনই ভরে না। একদিকে বাইরে থেকে আনা খাবার গরম করা, অন্যদিকে অল্প তেলে অথবা তেল ছাড়া রান্নার জন্য অনেকেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানেন কি, নিয়মিত মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক জীবনে মাইক্রোওয়েভ অন্যতম নির্ভরতা হলেও এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ টানা উচিত। এই যন্ত্রে মাছ, মাংস, ডাল, যাই রান্না করা হোক না কেন, ডি-নেচারড হয়ে যায়। খাবারের কোন কোন খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার একনাগাড়ে মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খেলে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করাই হোক বা খাবার গরম করাই হোক- এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েশন। এটি আমাদের শরীরসহ পরিবেশেরও নানা ক্ষতি করে। অনেক সময় আমরা রেস্তোরাঁর খাবার এনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই। ডিপ ফ্রাই করা খাবার রেডিয়েশন দিয়ে গরম করলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। রাশিয়ার বেশ কিছু জনগোষ্ঠী একটা সময়ে যাবতীয় রান্নাবান্না করত মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে। তখন অনেকেরই রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, চোখে ব্যথা, অনিদ্রা, সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব।

এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে পেটে ব্যথা, টেনশন, অ্যাংজাইটি, মনঃসংযোগের অভাব, হজমের গোলমালসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। একই সঙ্গে এত মানুষের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেশটির শাসকদল। দ্রুত এক হাজার গবেষক শুরু করেন সমীক্ষা। তখনই ধরা পড়ে আসল সত্যিটা। তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় ''মাইক্রোওয়েভ সিকনেস''। এবার জেনে নিন মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে-

* মাইক্রোওয়েভে দুধ ফোটাবেন না। কারণ এতে দুধের মধ্যে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি দুধে থাকা উপকারি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিকে রূপ নেয়। যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

* মাইক্রোওয়েভে চিকেন বা মাটন রান্না সহজ ও সময় কম লাগার ফলে অনেকে মাইক্রোওয়েভ কুকিং পছন্দ করেন। কিন্তু মাংসে থাকা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোডিএস্থানল অ্যামিনস নামে বিষাক্ত যৌগ উতাদন করে, যা ক্যান্সারের শঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

* ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি এই ম্যাজিক মেশিনে গরম করলে উপকারী প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এটিও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। * বিট, গাজর, মুলার মত রুট ভেজিটেবলস মাইক্রোওয়েভে গরম করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তেমনি ফ্রি র্যাডিক্যাল উতন্ন হয় যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* খাবারে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাইক্রোওয়েভের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

* নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলস্টোন, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বাড়ে। * মাইক্রো ওভেনের ফলে করোনারি আর্টারিতে (হার্টের রক্তবাহী ধমনি) চর্বির প্রলেপ পড়ার গতি বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে হার্টের অসুখ এবং আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে। * হজমক্ষমতা একেবারে কমে যায়, লাগাতার বদহজম চলতেই থাকে। * নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেলে লসিকাগ্রন্থির কর্মক্ষমতা কমে যায়। লসিকা আমাদের শরীরকে কয়েকটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই এই যন্ত্রের ব্যবহার লসিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভের খাবার খেলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতাও বাড়ে। * লাগাতার মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গকে ওলটপালট করে দেয়। এতে নার্ভ ও মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়। আর এর প্রভাবে মানসিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, স্থিরতা, ধৈর্য কমতে শুরু করে। শুরু হয় ডিপ্রেশন।

ফলের রাজা আম

ফলের রাজা আম। এই গরমে আম ছাড়া খাওয়া সম্পূর্ণই হয় না। যতই আপনি সুগারের রোগী হন, কোনও ভাবে এক টুকরো আমও খেয়ে ফেলেন। গরমে আমের দাম যতই হোক না কেন মানুষ অবশ্যই খাবেন। মানুষ আম থেকে নানা রকমের খাবার তৈরি করেও খান। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ফাইবার, খনিজ এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ। তবে আম খেতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরি। কোনও খাবারই অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে তা শরীরে প্রভাব ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে আম খেতে হবে, সে আপনি সুগারের রোগী হোক না হোক। তাছাড়া অত্যধিক পরিমাণে আম খেলে এরও কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। একই ভাবে আম খাওয়া পর এমন কিছু খাবার রয়েছে যা খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে, এই খাবারগুলো খেলে এতে শরীরে প্রভাব পড়ে। বদহজম, গ্যাস, অম্বলের মতো নানা পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই দেখে নিন, আম খাওয়ার পর কোন জিনিসগুলো একে বারেই উচিত নয়।

জল নয়- আম খাওয়ার পরপরই জল পান করা উচিত নয়। আম খাওয়ার পর জল পান করলে পেট সংক্রান্ত নানা সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পেটে ব্যথা, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা। এ থেকে বাঁচতে মনে রাখবেন আম খাওয়ার পর ৩০ মিনিট জল পান করবেন না।

দই- দই-আম কখনই নয়। আম খাওয়ার পর খেলে আপনার পেট এবং ত্বকের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে পারে। আম গরম, দই ঠান্ডা, এমন অবস্থায় উভয়ের মিশ্রণ স্বাস্থ্যের ওপর উল্টো প্রভাব ফেলে।

কোল্ড ড্রিংক- আপনি যদি সুগারের রোগী হন, তাহলে আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করবেন না। কারণ, আম ও কোল্ড ড্রিংকে চিনি খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যা মিনিটে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে।

করলা- যদিও আম খাওয়ার পরপরই করলা খুব কম মানুষ খান। কিন্তু আপনি যদি এমনটা করে থাকেন তাহলে অনেক ঝামেলায় পড়তে পারেন। আম খাওয়ার পর করলা খেলে অ্যাসিডিটি বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার বমি, বমি বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে। মশলা যুক্ত খাবার- আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুল করে কখনই মশলাদার খাবার খাবেন না। এটি পেটে উত্তাপ বাড়ায়, যা পরে আপনার মুখে ব্রণ হিসাবে দেখা যায়।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উাপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না।

ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যে সব পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত

বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এ খাবারগুলোই কিন্তু আমাদের সুখে থাকতেও সাহায্য করে। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, এসব খাবারে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই ভালো। খাবারগুলো আমাদের শরীরকে নানা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকেও রক্ষা করে। কাজেই সুস্থ থাকতে তারা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত খাবার খাওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। গবেষকরা বলেছেন, খাবারগুলো শুধু আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করবে না, একইসঙ্গে সুখে রাখতেও সাহায্য করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে যেসব খাবার-

শিমজাতীয় খাবার

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ এই খাবারগুলো আপনাকে সুখে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা এসব খাবার ভেতর থেকে শরীরে শক্তি জোগায়। ফলে সহজেই সুখে থাকা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এর অভাবে আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখায়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ডায়েটে নিয়মিত এই খাবারটি রাখুন।

শাকসবজি

যে কোন ধরনের শাকসবজিই আয়রনের চমতার উত। এটি আপনার কোষে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, মেজাজ ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে শাক। টমেটো এতে লাইকোপির নামে এমন এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফুসফুস এবং কোষের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। একইসঙ্গে টমেটো মেজাজ উন্নত করে সুখে থাকতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকলেট

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট। এটি খাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মন-মেজাজ ভালো হয়ে যায়। ফলে সুখে থাকাও সহজ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করা খাবারগুলোর একটি হলো এই শতমূলী। এতে ট্রিপটোফেন নামে এমন এক ধরনের উপাদান রয়েছে যা মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া শতমূলীতে উচ্চ মাত্রার ফলেট রয়েছে, যা হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে সুখে থাকা সম্ভব হয়।

মধু

সব ধরনের সুপার খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মধু। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই খাবারটি হতাশা কমিয়ে মস্তিষ্ককে ভালো রাখতে সাহায্য করে। কম ক্যালরি থাকায় চিনির পরিবর্তে মধু খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুখে থাকাও সহজ হবে।

ডিম

ডিমে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন বি প্রভৃতি রয়েছে। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে দীর্ঘসময় ধরে পেট ভরা থাকে। ফলে ক্ষুধাও কম লাগে। এই খাবারটিও সুখে থাকতে সাহায্য করে।

নারকেল

এই খাবারটি ট্রাইগ্লিসারাইডে পূর্ণ থাকে, যা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান করতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে তা মেজাজের উপরও প্রভাব ফেলে সুখে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিদিনের ডায়েটে এই খাবারটিও রাখতে পারেন।

যেভাবে আলু খেয়েই মাত্র ৫ দিনেই ওজন কমাবেন

যাদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি, তারা ওজন কমাতে কতোই না চিন্তা করেন। ওজন কমাতে শরীরচর্চা থেকে শুরু করে চিকিতকের পরামর্শও নিয়ে থাকেন অনেকে। ওজন কমানোর যারা চিন্তা করছেন তাদের সহায়তা করতে পারবে আলু।

আপনি হয়তো শুনে অবিশ্বাস করছেন, কেননা এতদিন শুনেছেন আলু ওজন বাড়ায়, কমায় না।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে আলু ওজন কমাতে দারুণ কাজ করে।

''ইয়োরোপিয়ান ফুড ইনফরমেশন কাউন্সিল''-এর গবেষকদের দাবি, সঠিক পদ্ধতিতে আলু খেলে ওজন না বেড়ে বরং কমবে। তাই বলে আলু দিয়ে তৈরি মশলাদার তরকারি খেলে ওজন কমবে না, বেড়েই যাবে।

গবেষকদের মতে, আলু সহজেই হজম হয়ে যায়। আলু ওজন কমানোর পাশাপাশি শরীরকে তরতাজা রাখতেও সাহায্য করে! এছাড়া সামান্য পরিমাণে আলু খেলেই পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে। তাই শরীরের বাড়তি ওজন দ্রুত কমাতে চাইলে ডায়েটে শুধু আলু রাখলেই চলবে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১. টানা অন্তত পাঁচ দিন পেট ভরে শুধু আলু সেদ্ধ খেতে হবে। এই পাঁচ দিনে অন্য কোনও খাবার খাওয়া চলবে না।

২. আলু খাওয়ার এ পাঁচ দিন চা, কফি খেলেও তা দুধ ছাড়াই খেতে হবে।

৩. আলু খাওয়ার এই পাঁচ দিন কোনও রকম ভারী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা যাবেনা।

৪. এই পাঁচ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতেই পারেন। তবে কোনও রকম ফুড সাপ্লিমেন্ট খাওয়া চলবে না।

৫. শুধু সেদ্ধ আলু একেবারেই খেতে না পারলে, এর সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে অন্য কোনও মশলা বা মুখরোচক চাট মশলা যাতীয় কিছু দেয়া যাবে না।

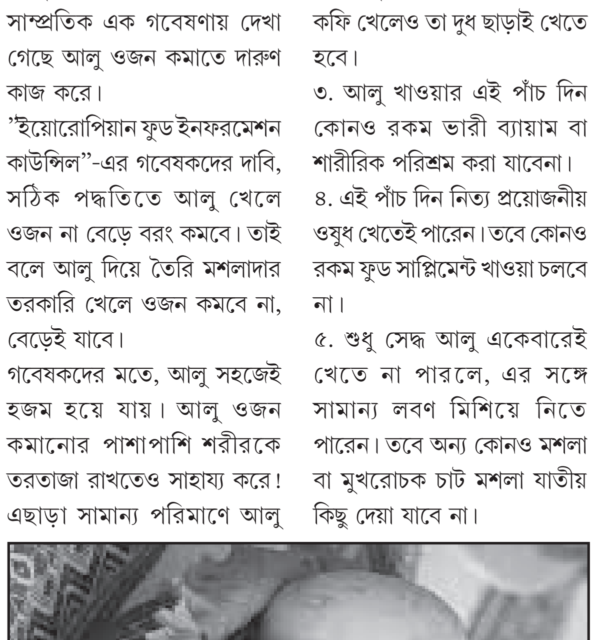

কড়া নিরাপত্তায় ৬৯৬ বুথে চলছে পুনর্নির্বাচন, ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়ল ৫৩.৯৫ শতাংশ

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের দিন হিংসা, অনিয়ম-সহ নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার একাধিক বুথে সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পুনর্নির্বাচন। সব মিলিয়ে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে ৬৯৬টি বুথে। রাজ্য নিবার্চন কমিশন জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে ভোটগ্রহণ চলছে। সোমবার পুনর্নির্বাচনে সকাল থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩০.৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল, ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়ল ৫৩.৯৫ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত কোনও জেলা থেকে বড়সড় অশান্তির খবর আসেনি। বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমানে বিক্ষিপ্ত ভাবে অশান্তি হয়েছে।

কোন জেলার ক'টি বুথে পুনর্নির্বাচন

মুর্শিদাবাদের ১৭৫টি বুথ, মালদহের ১০৯টি বুথ, নদিয়ার ৮৯টি বুথ, কোচবিহারের ৫৩টি বুথ, উত্তর ২৪ পরগনার ৪৬টি বুথ, উত্তর দিনাজপুরের ৪২টি বুথ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩৬টি বুথ, পূর্ব মেদিনীপুরের ৩১টি বুথ, হুগলির ২৯টি বুথ, দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৮টি বুথ, জলপাইগুড়ি এবং বীরভূমের ১৪টি করে বুথ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ১০টি বুথ, হাওড়া এবং বাঁকুড়ার ৮টি করে বুথ, পশ্চিম বর্ধমানের ৬টি বুথ, পুরুলিয়ার ৪টি বুথ, পূর্ব বর্ধমানের ৩টি বুথ এবং আলিপুরদুয়ারের ১টি বুথে সোমবার পুর্নির্বাচন হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে পুর্নির্বাচন হচ্ছে না।

বারুইপুরের অশান্ত বুথে মহিলাদের পাহারা

বারুইপুর পূর্বের বেগমপুর পুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৩ নম্বর বুথে গত শনিবার ভোট চলাকালীন অশান্তি হয়। এই বুথ থেকে ব্যালট বাক্স তুলে নিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। পরে পুলিশ পুকুর থেকে তা তোলে। সেই বুথে সোমবার সকাল থেকে নতুন করে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। মহিলা ভোটারদের সংখ্যা সেখানে চোখে পড়ার মতো। বুথটিতে শুধু গ্রামসভার ভোট হচ্ছে।

পোলিং এজেন্ট নেই, আরামবাগে থমকে গেল পুনর্নির্বাচন

আরামবাগের হিয়াতপুর এলাকার ২৬২ এবং ২৬২কে বুথে নতুন করে নির্বাচন হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকে বুথের সামনে লম্বা লাইন পড়েছে। ভোট দিতে এসেছেন অনেকেই। কিন্তু এখনও ভোট শুরু করা যায়নি ওই দু'টি বুথে। কারণ বুথে কোনও দলের পোলিং এজেন্টরাই এসে পৌঁছননি। কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে এলাকা।

ভোটে বাধা, বিক্ষোভ বিরোধীদের

নদিয়ায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে বোমা এবং বন্দুক দেখিয়ে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। প্রতিবাদে বিজেপি এবং সিপিএম কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তেহট্ট ২ ব্লকের পলাশিপাড়া বার্নিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৪ নম্বর বুথে সোমবার সকাল থেকেই পুনর্নির্বাচন শুরু হয়েছে। শনিবার এখানে অবাধে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছিল।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভোট জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লকের ১৯/২৬৬ নম্বর বুথ ও ১৮/১২১ নম্বর বুথে সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভোট দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। নিরাপত্তায় রয়েছে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। যদিও দুর্যোগের কারণে ভোট শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। এই বুথগুলিতে শনিবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না বলে অভিযোগ। তার জন্য ভোটারেরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

ভোটের লাইনে মৃত্যু

ভোটের লাইনে মৃত্যু হল এক ভোটারের। তেহট্টের ধোড়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিসা গ্রামের হালদারপাড়ার বুথে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম নবদ্বীপ হালদার (৫৫)। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ভোট দেওয়ার আশায় লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। মনে করা হচ্ছে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

গঙ্গারামপুরে সুকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাঘবপুরের বুথে ভোটকেন্দ্র থেকে ৩০০ মিটার দূরে সুকান্তের কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে প্রায় ৪০ মিনিট আটকে থাকেন বালুরঘাটের সাংসদ। তিনি রাস্তায় বসে পড়েন। বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

ময়নায় পুনর্নির্বাচনেও বোমাবাজি

পুনর্নির্বাচনেও উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না। সেখানকার বাকচা এলাকায় ২২৮ নম্বর বুথের কাছে সোমবার বোমাবাজি করে এক দল দুষ্কৃতী। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগও উঠেছে। বিজেপি এই দাবি অস্বীকার করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।

বেলডাঙার পুকুর পাড়ে সকেট বোমা

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় গুচ্ছ গুচ্ছ সকেট বোমা উদ্ধার। অভিযোগ, রবিবার রাতে অপরিচিত কয়েক জনের গতিবিধি গ্রামবাসীদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। রাতেই তাঁদের নজরে আসে কিছু ব্যাগ। গ্রামবাসীরা তল্লাশি চালিয়ে ওই ব্যাগগুলি উদ্ধার করে। দু'টি ব্যাগে ছিল মোট ৩২টি সকেট বোমা। পরে পুলিশ এলে আরও দু'টি বোমা উদ্ধার হয়।

পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যপালের ভূমিকায় 'অসন্তুষ্ট' শুভেন্দু

পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ জুলাই (হি. স.) : ভোটে হিংসা নিয়ে বারবার সুর চড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবনে খুলেছেন পিস রুম। ভোট সন্ত্রস্ত জেলাগুলিতে ঘুরেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও রাজ্যপালের ভূমিকায় কার্যত অসন্তুষ্ট রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি। শুভেন্দু ভোটে বেলাগাম সন্ত্রাসের অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, "১৮ হাজার বুথে দেদার ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে। ওই বুথগুলিতে সিসি ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে ছাপ্পা দেওয়া হয়েছে।" শুভেন্দুবাবু বলেন, "পুনর্নির্বাচনের জন্য ৬ হাজার বুথের তালিকা দিয়েছিলাম। মান্যতা দেওয়া হয়নি। আমার দেওয়া তালিকা অনুযায়ী পুনর্নির্বাচন হয়নি। বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে। ব্যালট পেপারে একজনের জায়গায় অনেকজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে।" সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নিয়ে মঙ্গলবার হাই কোর্টে যাবেন বলেই জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর দাবি, "পিস রুম খুলেছেন রাজ্যপাল। কিন্তু কোনও ফল পাইনি। মানুষ ওঁর কাছে ফল চান।" উল্লেখ্য, ভোটে অশান্তি সংক্রান্ত খোঁজখবর পেতে রাজভবনেই পিস রুম খোলেন। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে অতি সক্রিয়তা বলেও দাবি করেছিল তৃণমূল। সেই সময় রাজ্যপালের ভূমিকার প্রশংসাই করেছিল গেরুয়া শিবির। তবে ভোট মিটতে না মিটতেই রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন শুভেন্দু। এদিকে, রবিবারই দিল্লি পাড়ি দেন রাজ্যপাল। সোমবার রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধেয় অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন রাজ্যপাল। ভোট মিটতে না মিটতেই রাজ্যপালের দিল্লি সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল; মৃত্যু ২০-র বেশি, রাজ্যবাসীকে ঘরেই থাকতে বললেন মমতা

শিমলা, ১০ জুলাই (হি.স.): অবিশ্রান্ত ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে। বিগত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ২০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বহু সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে ঘরেই থাকতে বললেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। বৃষ্টির বিরাম নেই হিমাচল প্রদেশের শিমলা, মানালি, চম্বা, কুল্লু, মান্ডি প্রভৃতি জেলায়। জলস্তর বেড়েছে বিয়াস নদীর।

বিলাসপুরের গামব্রোলা ব্রিজের কাছে ভূমিধসের কারণে ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। গত ২-৩ দিন ধরে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা এবং ভূমিধসে হিমাচল প্রদেশ বিপর্যস্ত। হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতেও বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। ভিক্টোরিয়া ব্রিজ এবং পঞ্চবক্তা মন্দিরের আশেপাশের এলাকা জলমগ্ন। চম্বা জেলায় গত দু''দিন ধরে অবিরাম ভারী বর্ষণ জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে। নদী-নালা উপচে পড়েছে, রাভি নদী ফুলে-ফেঁপে উঠতেই নদীর ধারে অবস্থিত বেশ কিছু বাড়ি-ঘর প্লাবিত হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু সোমবার বলেছেন, 'আমি আবারও হিমাচলের জনগণের কাছে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে আগামী ২৪ ঘন্টা আপনারা বাড়ির ভিতরেই থাকুন। যেহেতু আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে...আমরা ৩টি হেল্পলাইন নম্বর ১১০০, ১০৭০ ও ১০৭৭-এর ব্যবস্থা করেছি। আপনারা এই নম্বরে যে কোনও জরুরী পরিস্থিতিতে ফোন করুন এবং আমিও ২৪ ঘন্টা উপলব্ধ থাকব।'

হিমাচল প্রদেশের মন্ত্রী জগৎ সিং নেগি বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত ২০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, বিশেষত সড়ক দুর্ঘটনা এবং অনুরূপ কারণে। ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার কারণে প্রাণহানির পরিমাণ বেশি নয়। প্রধান জাতীয় মহাসড়ক, জেলা এবং যোগাযোগ-সহ ১,৩০০টিরও বেশি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা আগামী দুই দিনের জন্য হাই অ্যালার্টে আছি।'

সতর্কতা সীমার গণ্ডি পেরোল যমুনার জলস্তর; পৌঁছল ২০৪.৮৮ মিটারে, দিল্লিতে সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লিবাসীর ভোগান্তি আরও বাড়তে চলেছে, ক্রমেই জলস্তর বাড়ছে যমুনা নদীতে। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে (লোহা পুল) যমুনা নদীর জলস্তর ২০৩.৩৩ মিটার রেকর্ড করা হয়েছিল। যা বিপদসীমা (২০৪.৫০ মিটার) থেকে খানিকটা কম। এরপর দুপুর বারোটা নাগাদ ২০৪.৩৬ মিটার, একটা নাগাদ ২০৪.৬৩ মিটার ও দুপুর দু''টোর সময় জলস্তর সতর্কতা সীমার গণ্ডি পেরিয়ে ২০৪.৮৮ মিটারে পৌঁছে যায়। যমুনার জল আরও বৃদ্ধি পেলে বানভাসি হতে পারে রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবারই বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে, ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৃষ্টি-বিপর্যস্ত রাজধানীতে।

সোমবার সকালেই হরিয়ানার হাতনিকুন্ড জলাধার থেকে ২.৭৯ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। দুপুর দু''টো নাগাদ ২,১৩,৬৭৯ কিউসেক জল ছাড়া হয় হাতনিকুন্ড জলাধার থেকে। দিল্লি প্রশাসন সূত্রে খবর, গত কয়েক দিনের একটানা বর্ষণে জলাধারগুলিতেও জলের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরনো রেল সেতুর কাছে যমুনার জলস্তর বিপদসীমা ছুঁতে চলেছে। হরিয়ানা নতুন করে জল ছাড়লে বিপদ আরও বাড়তে পারে।

বৃষ্টি পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, 'আমরা মনে করছি মঙ্গলবারের মধ্যে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৪ মিটার ছাপিয়ে যাবে... সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবে, যদি যমুনার জলস্তর ২০৫ মিটার অতিক্রম করে, আমরা আশেপাশের মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। সমস্ত আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।' বৃষ্টির কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সমস্ত মন্ত্রী, আধিকারিক ও মেয়রের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, দিল্লিতে বন্যার মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম, তবুও সরকার প্রস্তুত। দিল্লি পূর্ত মন্ত্রী অতীশি এদিন যমুনা নদীও পরিদর্শন করেছেন।

কমিশনকে তোপ শুভেন্দুর, যাচ্ছেন আদালতে

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় অমান্য করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমনই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার সকালে টুইট করে তিনি এই অভিযোগ করেছেন । এই নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।

অভিযোগ করেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা ছিল যে প্রতিটি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা রাখতে হবে । আর সেই ক্যামেরায় বন্দি হওয়া সমস্ত ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। সেই যুক্তি দেখিয়ে বিজেপির তরফে অন্তত ৬ হাজার বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি করা হয় । কিন্তু কমিশন সেই দাবি নস্যাৎ করে মাত্র ৬৯৬ বুথে ফের ভোট গ্রহণ করার ঘোষণা করেছে ।

কমিশনকে নিশানা করে টুইটে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, এটা এক ধরনের প্রতারণা ও কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের ইচ্ছাকৃত অবমাননা করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁর তরফে আইনজীবীরা আদালতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি ও প্রমাণ জমা দেবেন। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, "আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ্যে ডাকাতি করতে দেব না।"

হরিয়ানার কারনালে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ

কারনাল, ১০ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই হরিয়ানার কারনালে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির ছাদ। সেই ছাদ ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দম্পতির। মৃতদের নাম-সালিন্দর (৪৮) ও তাঁর স্ত্রী সুনিতা (৪৫), সেই সময় দু''জনে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে কারনাল জেলার সঙ্গা গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘুম থেকে ওঠার পর দেখেন সালিন্দরের বাড়ির ছাদ ভেঙে রয়েছে। সকাল ৬টা নাগাদ প্রতিবেশীরা এ বিষয়ে জানতে পারার পর পুলিশের খবর দেন।

সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি. স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার শুনানিতে এই মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

যে কোনও সময়ে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, সিবিআই। তবে প্রয়োজনে কলকাতা হাই কোর্টে নতুন করে আবেদন করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় জরিমানা দিতে হবে না তাঁকে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কুন্তলের চিঠি সংক্রান্ত অভিষেকের মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না তারা। কারণ, কোনও রকম হস্তক্ষেপ মামলায় বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে।

নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তলের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় অভিষেককে সিবিআই এবং ইডি জেরা করতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চ। একই সঙ্গে অভিষেককে ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানাও করেছিলেন তিনি।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান অভিষেক। ইতিমধ্যেই এই মামলার এক দফা শুনানি হয়ে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।

আগের শুনানিতে আদালত বলেছিল, অভিষেককে জেরা করতে পারবে সিবিআই। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল সিবিআইয়ের মতোই ইডিও চাইলে নিয়োগ মামলায় অভিষেককে জেরা করতে পারবে।

বন্যার মতো পরিস্থিতি নেই দিল্লিতে, তবুও সরকার প্রস্তুত রয়েছে : অরবিন্দ কেজরিয়াল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): বন্যার মতো পরিস্থিতি নেই দিল্লিতে, তবুও প্রস্তুত রয়েছে দিল্লি সরকার। বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিতে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে, ভারী বর্ষণের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সমস্ত মন্ত্রী, আধিকারিক ও মেয়রের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই বৈঠকে তিনি বলেন, দিল্লিতে বন্যার মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম, তবুও সরকার প্রস্তুত।

কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় জল কমিশন অনুসারে, দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৩.৫৮ মিটার উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে। আগামীকাল সকালে তা ২০৫.৫ মিটারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, যমুনার জলস্তর খুব বেশি বাড়বে না বলেই আশা করা হচ্ছে। বন্যার মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম। যমুনা নদীর জলস্তর যদি ২০৬ মিটার অতিক্রম করে, তাহলে আমরা নদীর তীরে বসবাসকারী

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, ৮ ও ৯ জুলাই দিল্লিতে ১৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দিল্লির সিস্টেমগুলি এমন অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির জন্য ডিজাইন করা হয়নি, তাই মানুষজন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি বলেন, এখন একে-অপরের দিকে আঙুল তোলার সময় নয়। মানুষকে সাহায্য করতে হবে এখন।

সামিরুলের সঙ্গে আলোকিত হল বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : "আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনার এলাকা শান্তি রাখুন। রাজনীতি কয়েকদিনের কিন্তু প্রতিবেশী চিরদিনের। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখুন ভালোবাসার মাধ্যমে, হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না।" বা, "গ্রাম্যস্তরের সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ হোক, গনতন্ত্র বাঁচুক ভালোবাসায়"।পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ক'দিন ধরে গ্রামবাংলায় এরকম আন্তরিক ভাষাতেই প্রচার চালিয়েছে 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ'। রীতিমত অখ্যাত, আপাত-অপরিচিত সংগঠন। কিন্তু সামিরুল ইসলামের কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও যেন প্রিয় এই সংগঠন। তাই রবিবার রাতে যখন রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব, তখনও তিনি বলেছিলেন, সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারা সম্মতি দিলে তবেই তিনি রাজি হবেন।সংগঠনের নাম 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ'। প্রার্থীর নাম সামিরুল ইসলাম। সামিরুল বলেন, "রবিবার রাতে প্রথম তৃণমূল নেতৃত্ব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁদের জানাই, আমার যে মূল সংগঠন, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারা রাজি হওয়ায় আমি সম্মতি দিই।" সামিরুল এ-ও জানিয়েছেন যে, গোটা বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে সোমবার সকালে।তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী। সোমবার সকালে যাঁর নাম ঘোষিত হয়েছে আরও পাঁচ প্রার্থীর সঙ্গে। সোমবারই তিনি রাজ্য বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়নপত্রে সইসাবুদ সারেন।সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডল থেকে টুইট করে রাজ্যসভার প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করে বাংলার শাসকদল।তালিকার চতুর্থ নামটি দেখে তৃণমূলের প্রথম সারির অনেক নেতাও বুঝতেই পারেননি, কে সামিরুল ইসলাম! কেউ বলছিলেন, নামই শোনেননি। কেউ আবার বললেন, নাম শুনেছেন। কিন্তু আলাপ নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগানই সামিরুল-সামিরুল 'সেতুবন্ধন' করে দিয়েছিল। তবে কোনও কালেই রাস্তায় নেমে সক্রিয় ভাবে তৃণমূল করেননি গড়িয়া দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক।কিছুটা স্বাধীন ভাবেই কাজ করতেন।

নাট্যশিল্পীর খোঁজে তিনদিনের কর্মশালা পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর খোঁজে নাট্যজন-এর উদ্যোগে তিনদিনের কর্মশালা শুরু হচ্ছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে। আগামী ২৮ জুলাই থেকে শুরু হবে এই কর্মশালা। শেষ হবে ৩০ জুলাই।এ ব্যাপারে আজ রবিবার আয়োজক সংস্থা আহূত এক সাধারণ সভায় এই কমর্শালা আয়োজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় নাট্য কর্মশালা আয়োজনের ব্যাপারে একাধিক প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে আজ।সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আয়োজক মণ্ডলির কর্মকর্তারা জানান, নাট্য কর্মশালায় মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ থেকে শুরু করে স্নাতক স্তরের পড়ুয়া ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অবশ্যই আয়োজক সংস্থা পাথারকান্দি নাট্যজন-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট প্রপত্র পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সংস্থার কার্যালয়ে জমা করতে হবে।

বদলে গেল শাহরুখ

মুম্বাই, ১০ জুলাই (হি.স.): হ্যান্ডসাম হিরো নয় সম্পূর্ণ বদলে গেল দর্শকদের কিং খান। সোমবার মুক্তি পেল 'জওয়ান'এর প্রিভিউ। সেখানেই বদলে গিয়েছেন অভিনেতা।পূর্ব কথা মতো সোমবার মুক্তি পেল """জওয়ান"""- র প্রিভিউ। আর সেখানে দেখা গেল কেবল শাহরুখ নয়, সব চরিত্রের ঝলকই। দেখা গেল নয়নতারা, বিজয় সেতুপতি , সান্যা মলহোত্র ও দীপিকা পাড়ুকোনের লুক। নজর কাড়ল দীপিকার শাড়ি পড়ে অ্যাকশনের ঝলক। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ যে ঝলক শেয়ার হয়েছে.. সেখানে ভিন্ন ভিন্ন লুকে দেখা যাচ্ছে শাহরুখকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর

থেকে একটি. তিন চাকার অটো অটোটি খোয়াই গনকিস্থিত অটো স্ট্যান্ড থেকে ৬ জন যাত্রী নিয়ে. চেবরির উদ্দেশ্যে রওনা দিলে খোয়াই সোনাতলা মজুমদার পাড়া এলাকায় আসামাত্রই একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে উল্টে যায়। তাতে অটোতে থাকা ৬ জন যাত্রীই গুরুতর আহত হয়।এর মধ্যে দুজনকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় গুরুতর অবস্থায়।এরপর এলাকাবাসী অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে খবর দেয়। পাশাপাশি দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত জনগণ দুর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েক জনকে অটাতে করে. খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িটি সেখান থেকে একজনকে নিয়ে আসে জেলা হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে দুজন খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এরা হলেন পাপিয়া রুদ্র পাল ,বাড়ি চেবরি,জয়শ্রী দেব বাড়ি সোনাতলা,অজয় দাস, বাড়ি তবলা বাড়ি ও মনিকা দেব ধর,. বাড়ি উত্তর রামচন্দ্র ঘাট। দুজনকে গুরুতর অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।,অন্যদিকে মনিকা দেব ধর. এর ১২ বছরের কন্যাশ র্মিষ্ঠা ধর,হীরেন্দ্র চন্দ্র শীল ,বাড়ি সোনাতলা। আহতরা সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে জানা যায়।বর্তমানে এরা খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান অটোটিতে একে তো ছিল অতিরিক্ত যাত্রী ,পাশাপাশি ছিল প্রচন্ড গতিবেগ। যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

২০০৬ জন

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে যুবক-যুবতীদের সচেতন করা হয়ে থাকে। নেশাসক্ত যুবক-যুবতীদের অভিভাবকরা যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের নেশা মুক্তি কেন্দ্রে পাঠান তার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও নেশাদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং টিএসআর কর্তৃক সিভিক অ্যাকশান প্রোগ্রাম সংঘটিত করা হয়ে থাকে। সাথে তিনি যোগ করেন, পিআইটিএনডিপিএস আইনে গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তরা যাতে কোর্টে সহজে জামিন পেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যায়ে পাবলিক প্রোসিকিউটর এবং এডিশ্যানাল পাবলিক প্রোসিকিউটরদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়। এনডিপিএস মামলায় জামিনপ্রাপ্ত সকল অভিযুক্তদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, জোর গলায় বলেন তিনি।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

চালুর জন্যে প্রশাসনের নিকট দাবি জানানো হচ্ছিল।তাছাড়াও জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা হেজামারা থেকে ডুম্রাকারি ভিলেজে যাবার রাস্তাটিকে মেরামত করে দিতে অনেকবার দাবি জানানো হয়েছে দপ্তরে।কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।অবরোধকারীরা তাদের সমস্যা নিরসনে লিখিত প্রতিশ্রুতি পাবার পরেই অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। মোহনপুরের মহকুমা প্রশাসক কার্যালয় থেকে আধিকারিকদের টিম সেখানে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন।তারপরই স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

শ্রমিকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

তপন বিশ্বাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেন হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছে তপন বিশ্বাসের।

গোটা ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শেষ সংবাদ পর্যন্ত নিথর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবার-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বাড়ির বেড়ার কাজ করতে গিয়ে দৈনিক হাজিরার কর্মীর এভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে গোটা কমলনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকাতে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ উপযুক্ত তদন্তক্রমে কি নির্যাস বের করতে পারে। তবে এভাবে কাজ করতে গিয়ে দৈনিক হাজিরার কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু গোটা এলাকাতে ব্যাপক শোকের আবহা তৈরি করেছে।

পদত্যাগ

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক মাধ্যমে এ খবরটি দেখেছেন।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কাছে কোন চিঠি আসে নি। সূত্রের খবর আগামী দিনে দলও ছাড়তে পারেন সদাগর কলই। স্থানীয় দলের এম এল এর সঙ্গে তার ঠান্ডা লড়াই চলছে বলেও দলীয় সূত্রে জানা গেছে। অর্থাৎ গোষ্ঠী কুণ্ডলের আভাস পাওয়া গেছে মথার গোমতী জেলাতেও। তবে আগামী দিনে বুঝা যাবে তিনি কোন দিকে যান।

বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

জনজাতি সম্পদায়ের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিষদ গঠন করার উপর জোর দেন। এছাড়াও প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়ক স্বপা দেববর্মা, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, বিধায়ক ইসলামউদ্দিন।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

(খাদ্য বিভাগ)—র সাথে যোগাযোগ করে উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারবেন তাঁরা।

খাদ্য মন্ত্রীর কথায়, কৃষকদের লাভবান করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করছে ত্রিপুরা সরকার। দেশে ও রাজ্যে খাদ্যশস্যের মজুত বাড়ানো ও বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি মরসুমেই ধান ক্রয় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রবীণ

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশিস নাথ শর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পরিদর্শক

● প্রথম পাতার পর

প্রধান শিক্ষকের এ ধরনের দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রী সহ অভিভাবক মন্ডলী। অপরদিকে, এলাকার অভিভাবকরা চাইছে এ বিষয়ে এলাকার বিধায়ক তথা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নজর দিক।

ট্রাই-সাইকেল প্রদান

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। পাশাপাশি এদিন তিনি ত্রিপুরার অন্যান্য দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য নাম লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গঙ্গারামপুরে সুকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাঘবপুরের বুথে ভোটকেন্দ্র থেকে ৩০০ মিটার দূরে সুকান্তের কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে প্রায় ৪০ মিনিট আটকে থাকেন বালুরঘাটের সাংসদ। তিনি রাস্তায় বসে পড়েন। বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।ময়নায় পুনর্নির্বাচনেও বোমাবাজিপুনর্নির্বাচনেও উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না। সেখানকার বাকচা এলাকায় ২২৮ নম্বর বুথের কাছে সোমবার বোমাবাজি করে এক দল দুষ্কৃতী।

উৎসবের মেজাজে ভুরি ভোজ তৃণমূলের! কাঁকসায় ৫ টি বুথে পুনর্নির্বাচন, বয়কট বিজেপির

দুর্গাপুর, ১০ জুলাই (হি. স.) : জনরোষে ব্যালট বক্স নষ্ট হওয়ার জের। পুনরনির্বাচন হল কাঁকসার ৫ টি বুথে। রিগিং ছাপ্পার প্রতিবাদে পুনর্নির্বাচন বয়কট করল বিজেপি। বুথ মুখোই হয়নি জনগণ, বলে দাবী সিপিএমের। নির্বাচনে পরাজয় জেনে বয়কট বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। উৎসবের মেজাজে ভুরি ভোজ তৃণমূলের।

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুলাই নির্বাচনের দিন ভোট দিতে না পারায় প্রবল জনরোষ সৃষ্টি হয়। জনরোষে ব্যালট বাক্স কোথাও পুকুরে পড়ে, কোথাও নর্দমায় ফেলে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। তার জেরে কাঁকসার আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের বাবনাবেড়া ১৪৩ ও ১৪৪ নং বুথ, শোকনা গ্রামের ১৫১ নং বুথ। ভোটের দিন আমলাজোড়া পঞ্চায়েতে সকাল থেকেই অশান্তির আবহ লেগেই ছিল। আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের শোকনা গ্রামে ১৫১ নং বুথ বহিরাগতরা দখল করে নেয় বলে অভিযোগ। দুপুর নাগাদ গ্রামবাসীরা বুথে গিয়ে ভোট দিতে না পারায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত জনরোষ আছড়ে পড়ে পোলিং বুথে। ভাঙচুর করে বুথে। ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগে উপস্থিত তৃণমূলকর্মীদের ওপর চড়াও হয়। তাতে গুরুতর জখম হয় ৩ জন। এমনকি ব্যালট বাক্স তুলে নর্দমায় ফেলে দেয়। আবার একইরকমভাবে বাবনাবেড়া গ্রামে দুটি বুথে বহিরাগত একদল দুস্কৃতী ভোট লুঠ করতে আসায় ঘিরে ধরে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা লাঠি, বাঁশ নিয়ে পাল্টা তাড়া করে। বেগতিক বুঝে প্রান বাঁচাতে কয়েকজন মোটরবাইক ছেড়ে চম্পট দেয়। ক্ষিপ্ত জনতা তিনটি মোটরবাইক ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের দাবী,'ভোটের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। আমরা শান্তিপুর্ন ভোট চাই। নিজের ভোট মানুষ নিজে দিতে চাই। তাই প্রতিরোধ।' আবার বনকাটির বসুধা গ্রামে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে গ্রামবাসীরা। তৃণমূল প্রার্থী সহ লোকজনদের পাল্টা মারধর ও ঘরবাড়ী ভাঙচুর করে দেয় বলে অভিযোগ। এলাকায় ৬ জন তৃণমূলকর্মীর দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর করে। জনতার পাল্টা রোষে গুরুতর জখম হয় বনকাটি অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি লালু রায়। তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। সঞ্জয় অধিকারী নামে এক প্রার্থীর পা ভেঙে দেয়। দুই তৃণমূল প্রার্থী সহ কমবেশী ১০ জন জখম হয়। সেখানের ১৯ ও ২০ নং বুথের ব্যালট এক জায়গায় করে নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার কাঁকসা ব্লকের আমলাজোড়া ও বনকাটি অঞ্চলের ৫ টি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়। রবিবার রাত্রে তার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। এদিন সকাল থেকে ভোট শুরু হতেই বয়কট করে বিজেপি। আবার সিপিএমও ওই ভোটে কার্যত মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদিকে বিজেপি ও সিপিএম উধাও হওয়ায় উৎসবে মেতে ওঠে তৃণমূল। এদিন শোকনা গ্রামেই ভুরি ভোজের আয়োজন করে। ভাত, ডাল, সব্জি, মুরগীর মাংস ছিল মেনুতে। উৎসবের মেজাজেই দিনটা পালন করে তৃণমূল। তবে, সেভাবে বুথমুখো হয়নি গ্রামবাসীরা।বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই জানান,' নির্বাচনের নামে প্রহসন। রাত ১২ টায় পুনর্নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে। তারপর তৃণমূল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছে। মানুষ এই ভোট মানে নি। এটা জনগনের ভোট নয়, তৃণমূলের ভোট। তাই তৃণমূল ভুরি ভোজ করে উৎসব করেছে। আর রিগিং ছাপ্পা করেছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি।' সিপিএম নেতা বিরেশ্বর মন্ডল বলেন,' বাবনাবেড়ায়র দুটো বুথে ব্যালট বাক্সের আঁচড় পড়ল না। মানুষ ভোট লুট আটকে স্বতস্ফুর্ত ভোট দিয়েছিল। অথচ পুনর্নির্বাচন হল। আবার, শোকনা গ্রামে রাত ১ টায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুনর্নির্বাচন। এসব জনগণ মেনে নেয় নি। বুথের বাইরে তৃণমূলের ৫০০-৬০০ লোক দাঁড়িয়ে। মানুষ আতঙ্কে। মানুষ তাই আজকে বুথমুখো হয়নি। তৃণমূলের এই স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করছি।'যদিও এদিন ভুরি ভোজ প্রসঙ্গে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজেশ কোনার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' সাধারণ মানুষ উৎসব করছে। স্বতস্ফুর্তভাবে ভোট দিচ্ছে। আমরা সহযোগিতা করছি।'

তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছিল। সেদিন সিপিএম ও বিজেপি যৌথভাবে বুথে ঢু হামলা করেছে। এখন পরাজয় হবে জেনে পুনর্নির্বাচন বয়কট করেছে। মানুষ সিপিএম, বিজেপিকে সঠিক জবাব দেবে।'

পাথারকান্দি থেকে পদযাত্রা করে করিমগঞ্জে গিয়ে জেলাশাসকের হাতে স্মারকপত্র, আটক পরে মুক্ত ৩০

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে পাথারকান্দি থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পথ পদযাত্রা করে নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জে জেলাশাসকের হাতে স্মারকপত্র প্রদান করতে গিয়ে স্থানে স্থানে পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন বরাকভ্যা খিলঞ্জিয়া সুরক্ষা মঞ্চের প্রায় ৩০ জন কর্মী।পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি আজ সোমবার সকাল আটটা নাগাদ মোতাবেক সুরক্ষা মঞ্চের প্রায় দেড় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা হাতে ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে পাথারকান্দি ও আসিমগঞ্জ এলাকা থেকে করিমগঞ্জে জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রওয়ানা হন। প্রথমে তাঁদেরকে সহায়তা করে স্থানীয় পুলিশ। এক সময় পদযাত্রীরা পৌঁছে যান সুপ্রাকান্দি পর্যন্ত। তখন হঠাৎ করে একদল পুলিশ রণংদেহী মেজাজে আটক করে যুব কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিনহা ও অন্যদের।পরে সংগঠনের অন্য কর্মীরা পোয়ামারা পর্যন্ত এগিয়ে এলে নিলামবাজার পুলিশ পাথারকান্দির আরেক সংগ্রামী নেতা বিশ্বজিৎ সিনহা সহ অন্যদের আটক করে নিয়ে যায়। তবে এর মধ্যেও পুলিশের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে খিলঞ্জিয়া মঞ্চের অন্য প্রায় শতাধিক কর্মী সমর্থকরা প্রায় সাত ঘণ্টা পায়ে হেঁটে বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ জেলাশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকপত্র জেলাশাসক মৃদুল যাদবের হাতে তুলে দেন।এদিকে বিকেল সাড়ে পঁচটা নাগাদ আটক প্রায় ৩০ জন প্রতিবাদীকে মুচলেকো নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে পুলিশ।

মার্কিন আধিকারিকের সঙ্গে দিল্লিতে দলাই লামার মিটিংয়ে ক্ষুব্ধ চিন

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : তিব্বতের নানা সমস্যা মেটাতে নয়াদিল্লিতে আমেরিকার বিশেষ সমন্বয়রক্ষাকারী আধিকারিক উজরা জেয়া তিব্বতের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। যা নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ চিন। চিনের তরফে সোমবার বলা হয়েছে, কোনও বহিরাগত শক্তি তিব্বত সম্পর্কিত বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার নেই।প্রসঙ্গত, উজরা জেয়া ইউএস আন্ডার সেক্রেটারি ফর সিভিলিয়ান সিকিউরিটি, ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। একাধিক মার্কিন আধিকারিকও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। রবিবার তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন। দিল্লিতে তিনি দলাই লামার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের এই সাক্ষাতের একটি ছবি কেন্দ্রীয় তিব্বতীয় প্রশাসনের তরফে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু কী নিয়ে এই মিটিং, কী আলোচনা হল তা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তিব্বত আর চিনের বর্তমান যে পরিস্থিতি, বর্তমানে যে পলিসি তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে মিটিংয়ে।

সূত্রের খবর, তিব্বতের একাধিক আধিকারিক এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর। অন্যদিকে দলাই লামার সঙ্গে ওই বৈঠকে পদস্থ মার্কিন কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।এদিকে এই মিটিংয়ের পরে নিউ দিল্লিতে থাকা চিনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই মিটিংয়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, কোনও বিদেশি আধিকারিক যেন তিব্বত ইস্যুতে নাক না গলায়। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তিব্বতের ব্যাপারটি পুরো চিনের ব্যাপার। কোনও বিদেশি শক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।জেয়া যে ভূমিকা নিয়েছেন তার ঘোরতর সমালোচনা করেছে চিন। তারা জানিয়েছেন, চিনের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমেরিকার আধিকারিক নাক গলাচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দলাই লামা শুধু মাত্র একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই চিন বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। চিনের তরফে বলা হয়েছে নির্বাসিত তিব্বতীয় সরকার পুরো বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক গ্রুপ ও বেআইনী সংগঠন। চিনের সংবিধানের বিরোধী অবস্থান নেয় তারা। এদিকে ভারতে আসার আগে জেয়া টুইট করে জানিয়েছিলেন, ভারত সরকার ও সিভিল সোসাইটির সঙ্গে ইতিবাচক মিটিংয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। ভারত ও মার্কিন সরকার আরও খোলাখুলি, সমৃদ্ধশালী, সুরক্ষিত বিশ্ব গড়ার জন কাজ করবে।

পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতোই বাংলাদেশে নির্বাচন হবে ইইউ দূতকে বললেন, ওবায়দুল কাদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১০ জুলাই(হি.স): বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) চায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক হোক। সোমবার সকালে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইলির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সংসদ বিলুপ্তি কিংবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে চার্লস হোয়াইলির সঙ্গে কোনো কথা হয়নি বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।ওবায়দুল কাদের বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনকালীন রুটিন দায়িত্ব পালন করবে। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতোই বাংলাদেশের নির্বাচন হবে।তিনি বলেন, ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ইইউ দেশের ৬ জনের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছে। তারা খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আলোচনা করবেন। ইইউ নির্বাচন অবজার্ভ করবে, ক্লোজলি মনিটরিং করবে। সরকার সবসময়ই নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানায়।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভিয়েনা কনভেনশনের নীতিমালা অনুযায়ী কূটনীতিকরা দায়িত্ব পালন করবেন, আমাদের আপত্তি নেই।তিনি আরও বলেন, নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা হয়। সেজন্য নির্বাচনে পর্যবেক্ষক থাকলে ভালো হয়। তারা সরেজমিনে দেখতে পারবেন নির্বাচন কেমন হয়। পর্যবেক্ষকরা নিজেরাই দেখবেন। বিএনপির কোনো ইস্যু নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তবে সরকারের উন্নয়ন সমৃদ্ধি নিয়ে কথা হয়েছে। তারা একটি সুন্দর নির্বাচন কামনা করেছেন। ইইউ প্রতিনিধি দল বিএনপি বা কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে আহ্বান করবে কি-না সেটা প্রতিনিধি দলের নিজস্ব বিষয়।

কেন্দ্রের উচিত প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে অতিরিক্ত ত্রাণ তহবিল দেওয়া : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড থেকে বন্যা-বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতে অতিরিক্ত ত্রাণ তহবিল সরবরাহ করা উচিত।খাড়গে সোমবার টুইটারে লেখেন, "উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টির কারণে বহু মানুষের মৃত্যু দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। বৃষ্টি ও বন্যার বিষয়ে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সেখানে ত্রাণ কার্যক্রম গতি পেয়েছে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও মুষলধারে বৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও উচিত বন্যা দুর্গত রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা।"খাড়গে আরও লেখেন, হিমাচলের ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তা প্রদান করা হবে। খাড়গে বলেন, তিনি সমস্ত কংগ্রেস বিধায়ককে তাদের নিজ নিজ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের যে কোনও উপায়ে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড সহ অন্যান্য রাজ্যে ভারী বৃষ্টির কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত।

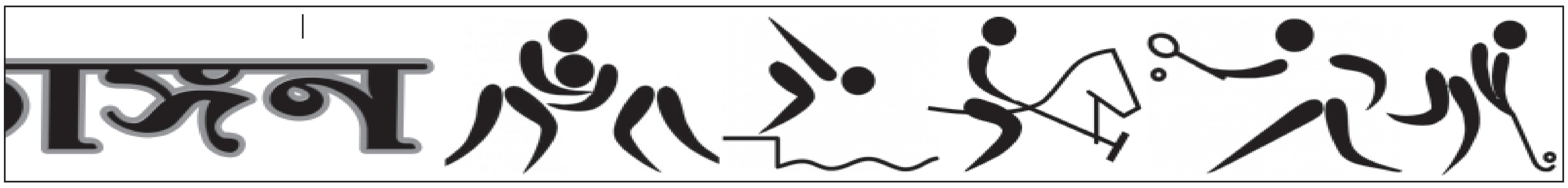

সোনামুড়ায় সিনিয়র ক্রিকেট : সুপার ফোরে জয়ের হ্যাটট্রিক নেতাজি সঙ্ঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। টানা ৩ ম্যাচে জয়। সুপার ফোরে। টানা ম্যাচে জয় পেয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলো নেতাজি সঙ্ঘ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। মেলাঘর স্কুল মাঠে সোমবার নেতাজি সঙ্ঘ ১০ রানে পরাজিত করে শতদল সঙ্ঘকে। নেতাজি সঙ্ঘের গড়া ২১৫ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ ২০৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজীত দলের বচ্চন দাস ৯৫ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নেতাজি সঙ্ঘ ৩৫.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান করে। দলের পক্ষে দেবরাজ দে ২৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯, উত্তম দে ২১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, দলনায়ক রাজীব সাহা ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, ইন্দ্রজিৎ নোয়াতিয়া ৭৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে অমরেশ দাস ২১ রানে ৩ টি এবং মাদিহাচান মজুমদার ২৫ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বচ্চন দাসের দুরন্ত ব্যাটিং সত্বেও শতদল সঙ্ঘের ইনিংস থেমে যায় ২০৫ রানে। দলের পক্ষে বচ্চন দাস ৯৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৫, অমরেশ দাস ৩৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, প্রণব দাস ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং প্রীতম বর্মন ৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। নেতাজি সঙ্ঘের পক্ষে রাজদ্বীপ সাহা ৩৯ রানে ৩ টি, অরিন্দম বর্মন ৮০ রানে ৩ টি এবং দেবরাজ দে ১৪ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

সেরা সাফল্য : শান্তির বাজারে ১ বছরে চার মুকুট জয় কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। একটি ক্লাবের চারটি মুকুট বিজয়। এবারই প্রথম সমগ্র মহকুমাতেই প্রথম ক্লাব, যারা এক বছর ৪টি খেতাব জয় করতে পেরেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে টেনিস ক্রিকেট দিয়ে সূচনা। ২০ বছর বাদে ডিউস বল দিয়ে খেলা শুরু। এবারই প্রথম শান্তির বাজারে কসমোপলিটন ক্লাব চার চারটি মুকুট বিজয় করতে পেরেছে। অনূর্ধ ১৫, অনূর্ধ ১৩, সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পর সিনিয়র ক্লাব লীগ আসরেও কসমোপলিটন ক্লাব এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দারুন খুশি ক্লাবের সচিব হারাধন ভৌমিক থেকে শুরু করে ক্লাবের প্রত্যেক কর্মকর্তাবৃন্দ। খেলোয়াড়দের দারুন ভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যও মনস্থির করে নিয়েছে ক্লাব কর্মকর্তারা। আসন্ন সার্বজনীন দুর্গাপূজায় সার্বজনীন মঞ্চেই শান্তির বাজারের নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রাজদীপ দত্ত, অমন দেবনাথ, জয় চক্রবর্তী তারিক মিয়ার মত খেলোয়াররা ক্লাবকে এবারের চার চারটি খেতাব ঘরে তুলতে সহযোগিতা করেছে। কোচ পার্থজিৎ দেবনাথ এবং টিসিএ অনুমোদিত কোচ দেবব্রত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বাইখোরা স্কুল মাঠে খেলোয়াড়রা নিরলস অনুশীলন করেছে বলেই আজ তার রেজাল্ট পেয়েছে। আগামী দিনে খেতাব অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস এখন থেকেই শুরু করে দিতে চাইছে কোচ এবং খেলোয়াড়রা। শুধু তাই নয় আগামী দিনে মহিলা

//বিজ্ঞপ্তি//

এতদ্বারা অমরপুর ব্লকের অধীনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সকল জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ১০ (দশ) জন বেনিফিসারীর নাম প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনার(Kutcha House, Annexure-C) অগ্রাধিকার তালিকা থেকে গ্রাম সভার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ PMAY-G সেকশনে অথবা ব্লক আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি কোন বেনিফিসারী উক্ত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

List of beneficiaries for deletion from the Kutcha House (Annexure-C) list under Amarpur R.D Block

SL No	Village	Reg. No.	Beneficiary Name	Father's/Mother's Name
1	Rajkang VC	TR1311717	Sarjoy Reang	Juddha Ram Reang[Bhaberung Reang]
2	Rajkang VC	TR1278971	Surendra Reang	Surja Moni Reang[Musakti Reang]
3	West Sarbong VC	TR1278795	Malam Bahadur Malchum	Rathkumar Malchum[Bardhamanti Malchum]
4	Purba Rangamati GP	TR1199498	Sanjit Das	Manu Ranjan Das[Priya Bala Das]
5	Purba Rangamati GP	TR1289876	Lal Mohan Sarkar	Aghor Sarkar[Khir Bala Sarkar]
6	Rangamati GP	TR1311588	Shistha Mohan Das	Sribas Das[Sumitra Das]
7	Rangamati GP	TR1353737	Jamuna Das	Dhirendra Bishwas[Raju Bala Das]
8	Rangamati GP	TR1363969	Hiran Bala Shil	Ananta Shil[Indra Basi Shil]
9	Rangamati GP	TR1394306	Samir Das	Nikunja Das[Sari Bala Das]
10	Rangamati GP	TR1187760	Shefali Das	Baishnab Charan Das[Anjana Das]

ICA/D-567/23

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা

বি-ডিভিশন : নবোদয়কে হারিয়ে জয় দিয়ে সূচনা কল্যাণ সমিতির

কল্যাণ সমিতি: ২ নবোদয়: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা কল্যাণ সমিতিরও। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচে আজ, সোমবার কল্যাণ সমিতি ২-০ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘ কে হারিয়ে দারুণভাবে লিগ সূচনা করেছে। প্রথমার্ধের জোড়া গোল, তাও লালপেক লুয়াঙ্গার পা থেকে দুটো গোল। কল্যাণ সমিতি এই দুই গোলেই জয় ছিনিয়ে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে খেলার শুরু থেকেই কল্যাণ সমিতি আক্রমণাত্মক খেলে এবং কুড়ি মিনিটের মাথায় প্রথম গোল। ৮ মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল। লাল পেক লুয়াঙ্গার দুই গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে। দ্বিতীয়ার্ধেও একই অবস্থা। একাধিকবার গোল মুখী আক্রমণে উঠে আসলেও কার্যকরী তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। পক্ষান্তরে দীর্ঘ ৯০ মিনিটের খেলায় নবোদয় এর পক্ষে কেউ গোল পরিশোধের কোন সুযোগ বের করতে পারেনি। উপরন্ত খেলায় অসদাচরনের দায়ে দুই দলের তিনজন প্রদীপ বর্মন, সুধীর দেববর্মা ও মালসুয়াত তুলঙ্গাকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি কার্তিক দাস, সত্যজিৎ দেব রায়, আদিত্য দেববর্মা ও সুকান্ত দত্ত।

এমবিবি-তে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে রিপোর্ট ৫৮ জনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।।রিপোর্ট করলো ৫৮ জন ক্রিকেটার। একমাত্র শুভজিৎ ভৌমিক রিপোর্ট করেনি সোমবার। আজ থেকে শুরু হবে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির। বৃষ্টির জন্য এম বি বি মাঠে ভিজে থাকায় ক্রিকেটারদের অনুশীলন হবে ইন্ডোর হলেই। ওই খানেই ব্যাটে-বলের প্রাথমিক অনুশীলন করানো হবে। অনূর্ধ-১৬ বিভাগে। সদর অনূর্ধ-১৫ এবং রাজ্য অনূর্ধ-১৫ আসর থেকে বাছাই করা হয়েছিলো ৪৮ জন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে। এছাড়া ওই শিবিরে বাছাই করা হয়েছে আরও ১১ জন ক্রিকেটারকে। মোট ৫৯ জন ক্রিকেটারের সোমবার রিপোর্ট করার কথা ছিলো। আজ সকাল থেকে শুরু হবে শিবির।সদর এবং রাজ্য অনূর্ধ-১৫ আসর থেকে বাছাই করা ক্রিকেটাররা হল:নজরুল ইসলাম শুভ, অতনু রায়, মিমন দাস, শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, রাহুল বর্মন,অঙ্কুর রায় ভৌমিক, নয়ন মিঁয়া,আদিত্য দে, ইমন পাল, ঋদ্ধিমান দাস, সূর্য দাস, নবজিৎ কর, অমিত সরকার,শুভ্রজিৎ শর্মা,অংশুমান নন্দী, নীতিশ কুমার সাহানি, অর্কজিৎ সাহা, আকাশ সরকার,অয়ন রায়,অঙ্কিত দাস,সুজিত ঋষি দাস, অভ্রজিৎ দাস, জশুয়া রিয়াং, রাইহান আহমেদ আরমান, সুরজ দাস, জয় চক্রবর্তী, আকাশ দাস, অতল মজুমদার,উজ্জয়ন বর্মন,মহ: মাহিন চৌধুরি,স্নেহাশিষ পাল, সাহিন জামান চৌধুরি, অঙ্গত শীল, ছুটন মিঁযা,সৌম্রাংশু পাল, অনিকেত রায়, অনুরাগ দাস, অভয় চক্রবর্তী, সুপ্রতীম দেবনাথ, আবু বক্কর ছিদ্দিক,অমন দেবনাথ,রাহুল দেবনাথ,যথার্থ সিনহা, সুরজিৎ দেববর্মা, সুরজ সোম, অর্ঘদ্বীপ চৌধুরি, আফতাব চৌধুরি এবং ঝুটন মালাকার। এছাড়া অনূর্ধ-১৬ আসরের শিবিরের জন্য মনোনিত ক্রিকেটাররা হলো: রাইহাদ হুসেন, সোমরাজ দে, দেবজ্যোতি পাল,সুব্রত চক্রবর্তী, ইশ্বরজিৎ নাগ,দ্বীপ দেব, আকাশ সরকার,ময়ুখ চক্রবর্তী, পিনাক দেব এবং অনিক দাস। হেড কোচ: রাজর্ষি চৌধুরি,কোচ: পল্লব দাশগুপ্ত, সুবল চৌধুরি, বিশ্বজিৎ দে, ফিজিও: রাজেসকুমাপ মোদক,সোহাগ চন্দ্র সাহা, ট্রেণার: অচিন্ত চক্রবর্তী এবং উত্তম দে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/AGRI/N/2023-24

Sl No	e-DNIT No	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)
1	07/EE/AGRI/N/2023-24	2,44,800/-	4,896/-
2	08/EE/AGRI/N/2023-24	2,44,800/-	4,896/-
3	09/EE/AGRI/N/2023-24	2,44,800/-	4,896/-

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15.00 Hrs on 19/07/2023 and time and date of opening of bid at 15.30 Hrs on 19/07/2023 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more detail: visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1352/23

Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE(PWD)/BLN/2023-24
DATED, 05-07-2023

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&8), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-07-2023 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 28/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹23,11,060.00	₹46,221.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 29/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹22,82,776.00	₹45,656.00	180 (One hundred eighty) days	
3.	DNIT No. 30/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹17,61,830.00	₹35,237.00	180 (One hundred eighty) days	
4.	DNIT No. 31/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,04,965.00	₹48,099.00	180 (One hundred eighty) days	
5.	DNIT No. 32/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹17,37,831.00	₹34,757.00	90 (Ninety) days	

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 28-07-2023
Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 28-07-2023
Cost of Tender document: Rs/-1000/-
Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbin2006@gmail.com.

ICA/C-1339/23

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

সারাদেশে মহিলা দাবাড়ুর তালিকায় ২৯তম স্থানে ত্রিপুরার আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করলো বিষ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস (১৬২২)। ৪৯ তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা দাবা প্রতিযোগিতায়। গুজরাটে ১১ রাউন্ডের ওই আসর শেষ হলো সোমবার। তাতে ৫ টি ম্যাচে জয়, ৪ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং ২ টি ম্যাচে পরাজিত হয়ে ভোকলসে পিছিয়ে ২৯ তম স্থান পেলো ত্রিপুরার গর্ব ওই দাবাড়ুটি। পাশাপাশি ৭৬ রেটিং ও বাড়ালো হোলিক্রশ স্কুলের ওই ছাত্রীটি। আসরে ৯ পয়েন্ট পেয়ে পাঞ্জাবের ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার দাবাড়ু পদ্মনী রাউত (২৩৫৩) চ্যাম্পিয়ন, ডব্লিউ জি এম গোমস ম্যারি আন (২৩১৫) দ্বিতীয় এবং ডব্লিউ আই এম অর্পিতা মুখার্জি (২১৬০) তৃতীয় স্থান দখল করেন। আসর থেকে ৭৬ রেটিং বাড়ালো পূর্ণেন্দু এবং অর্ণিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি। আসরে অংশ নিয়েছিলেন ১৫৩ জন দাবাড়ু।

NOTICE INVITING TENDER (NIT) in 2nd time

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotations in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders/vender for "Supply of Citizen Information Board (CIB) For Indivitual and Community works in connection with implementation of MGNREGS under NALCHAR R.D. Block for all GP/VCs for the Financial Year 2023-24". The sealed quotations should reach to the Office of the Programme Officer (BDO) Nalchar R.D. Block, Sepahijala Tripura latest by 18/07/2023 by 3:00 PM.
The items and specifications as below may also be downloaded from the website www.tripura.gov.in or https://Sepahijala.nic.in/ or may be obtained from the Office of the undersigned on any working days during the bidding period. The intending bidder shall quote rates as per the following

SL NO.	Items	Technical Specifications/Features	Remarks
1	Citizen Information Board(CIB) For Individual works	Detailed indicated in the Annexure-I	All contesting bidder must be permanently residing under Nalchar Block Jurisdiction.
2	Citizen Information Board(CIB) For Community works	Detailed indicated in the Annexure-II	

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidders in the office of the undersigned up to 18-07-2023 from 10:00 am to 3:00 pm except Govt. holidays and the box will be opened on the last day i.e 18-07-2023 at 4:00 pm, in presence of the interested suppliers/bidders/vendors who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/ opening of tender are paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last date of dropping/ opening of tender box.
Security Deposit in the shape of Demand Draft (DD) for an amount of Rs.10,000/- (Ten thousand only) should be deposited in favour of, The Programme Officer (BDO) Nalchar R.D. Block from any scheduled bank guaranteed by the RBI. Security Deposit in cash or in any other form shall not be accepted and without Security Deposit, the submitted rate quotation shall be-summarily rejected.
The materials shall be of the above mentioned specifications only. The intending bidder should quote the rate in prescribed format given above along with copy of CRC/PRTC, PAN Card, Aadhar Card and Vendor Registration Certificates for evidence of valid bidder and permanently residing at Nalchar Block Jurisdiction. Any incomplete tender will summarily be rejected. The undersigned reserves the right to reject or accept part or full of this quotation including the lowest bidder without assigning any reason thereof.

ICA/C-1347/23

Executive Officer (BDO)
Nalchar RD Block
Sepahijala District:Tripura

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT wise) are invited from fish farmers, fishery cooperative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of **Major carp fingerlings (Catla, Rohu & Mrigal)** as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in different 3 (three) Blocks and notified areas under Dharmanagar Sub Division.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
No-3(77)-SF/(DMR)/DEV/TENDER/2023-24/	Indian Major Carp Fingerling **(7 cm above)**	25.0 lakhs	30.0 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 11/07/2023 at 15.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 26/07/2023 till 17.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website **https://tripuratenders.gov.in**
No-3(77)-SF/(DMR)/DEV/TENDER/2023-24/	Indian Major Carp Fingerling **(10 cm above)**	1.00lakhs	6.25 lakhs	

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1350/23

(ANKANA DEY)
SUPDT.OF FISHERIES
DHARMANAGAR SUB-DIVISION

বিলোনিয়ায় ক্রিকেট ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ফাইনাল আজ। খেতাবি দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে সোনাপুর স্কুল 'এ' এবং 'বি' দল। বিদ্যাপীঠ মাঠে আজ সকাল ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। দুদলেরই আসরে এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার। প্রথম দুই সাক্ষাৎকারে দুদলই একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সোনাপুর স্কুল 'এ' দল। আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের পর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাড়িয়েছে সোনাপুর স্কুল 'এ' দলের ক্রিকেটাররা। তবে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের ক্রিকেটাররা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT-wise) are invited from fish farmers, fishery Co-op. society, fishery entrepreneur, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of Major carp fingerling (Catla, different Pisciculture scheme in different 4 (Four, Rohu & Mrigal) as per details below for distribution under) Blocks and notified areas under Jirania Sub-Division:

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity	Estimated value tender	Necessary date & Time
No.F.3(63)-SF(JRN)/e-TENDER/2023-24/832	Indian Major Carp Fingerling (7 cm above)	6.0 lakhs	7.20 lakh	Bidding Document can be downloaded from 11/07/2023 at 10 hours. Last date of online submission of e-tender : 28/07/2023 upto till 15 hours.
No.F.3(63)-SF(JRN)/e-TENDER/2023-24/833	Indian Major Carp Fingerling (10 cm above)	1.0 lakhs	6.25 lakh	Bidding Document can be downloaded from 11/07/2023 at 10 hours. Last date of online submission of e-tender : 28/07/2023 upto till 15.00 hours (Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in)

All the future modification /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal .So bidders are requested to get the updated themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1343/23

(Dr. Samir Malla, THFS Gr-IV)
Superintendent of Fisheries
Jirania Sub-Division: West Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. : 14 /EE-V/AGT/PWD(R&B)/23-24 Dated 6th July 2023

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work :- Mtc. of road starting from Dukli Bazar to Railway boundary & h/o Parimal Das to Siddhi Ashram Rail station road (L = 0.600 Km) within the AMC Ward no 45, under jurisdiction of Central VI Sub-Division , during the year 2023-24 / SH : Patch soling , metalling, re-Carpeting , grouting , Paver blocks , Brick & RCC drain works .
Estimated Cost: Rs. 24,26,899.39, Bid Fee: Rs. 1,000.00
2. Name of Work :- Mtc. of road from Siddhi Ashram Bazar to h/o Subal Das & Railway station main road to hlo Uttam Datta at Siddhi Ashram School Para /SH: Patch Soiling, Patch Mettaling, Re-carpeting, Grouting & R.C.C Drain etc. during year 2023-24,
Estimated Cost: Rs. 46,65,897.15 , Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 26t July ,2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1335/23

[Er.M.Kapali]
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura.

Admission Notice
Dated : 11/07/2023

Application forms for admisssion in Pre-Primary (English Medium) for the session 2023-24 will be distributed on 12/07/2023 and 14/07/2023 (7 am to 11 am) from school primary Section by showing the original birth certificate.
The age of the candidate should be 3 to 4 years as on 01/04/2023 (born brtween 01/04/2019 to 31/03/2020)
for more details please contact the school officer

ICA/D-569/23

Principal
Srinagar Gabordi H.S School

নরসিংগড়স্থিত সিআরসি এসআরআই প্রাঙ্গণে সামাজিক অধিকারীতা শিবিরে দিব্যাঙ্গদের মোটোরাইড ট্রাইসাইকেল বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

লোকসভার ভোটের আগে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করছে বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্রমিক সংগঠন গুলি কি শক্তিশালী করতে তৎপর হয়ে উঠেছে সিআইডিইউ। প্রায় প্রতিদিন ই কিছু না কিছু সমস্যা তুলে ধরে শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলন করে যাচ্ছে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গুলো। আগামী ১২ ই জুলাই বামপন্থী তিনটি শ্রমিক সংগঠনের আহবানে বিভিন্ন দাবিতে বিধানসভা অভিযানের কথা আগে জানিয়ে দিয়েছিল তিনটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব। তার আগে ই রাজ্যজুড়ে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় সিটুর আওতাভুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে গন ডেপুটেশন মিছিল সংগঠিত করছে। আজকেও সিটু অনুমোদিত অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেলপারদের সংগঠনএর উদ্যোগে শ্রম অধিকতার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়মিত করা, ভাতা বৃদ্ধি পেনশনের আওতায় আনা সহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে আগরতলায় শ্রম অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। শুরুতে ই সংগঠনের কার্যালয় থেকে মিছিল করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হেল্পার রা শ্রম ভবনে আসেন। সেখান থেকে পানচালী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল অধিকর্তার কাছে ১৩ দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। পরে সংক্ষিপ্ত এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরে কেন্দ্রও রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করলেন সংগঠনের নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ সরকার অঙ্গনারী কর্মীদের দিনের পর দিন বঞ্চনা করে যাচ্ছে অথচ তারা দিনরাত পরিশ্রম করছে। এদিকে সিপিআইএম কৈলাসহ র মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজ এক বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। ৯ দফা দাবি ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের কাছে এক স্মারক লিপি ও প্রদান করে সিপিএম নেতৃত্ব। দাবি গুলির মধ্যে ছিল মহকুমা প্রতিটি বাঁধের সংস্কার সাধন করা বিদ্যুৎ পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখা সব রকম সামাজিক ভাষার অর্থ রাশি মাসে মাসে প্রদান করা ইত্যাদি। পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে দলের মহাকুমা সম্পাদক গোস্বামী দলীয় নেতা অঞ্জন রায় ইউনুজ মিয়া খাদিম ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাজকর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। তাদের অভিযোগ বিজেপি আইপিএফটি সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত বলে অভিযোগ তাদের। এদিন গন্ডাছড়াতে ও নয় দফা দাবিতে মহাকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুজন দাস সহ মহকুমা সিপিএম নেতৃত্ব।

উত্তর কলম চৌড়া জলের পাইপ ভেঙে তিন টুকরো, কুড়ি দিন ধরে বাজার টিলা গ্রামে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই।। জলের অপর নাম জীবন, জল ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না বা তার অস্তিত্বের সংকট। আজ থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে উত্তর কলম চূড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নাম্বার ওয়ার্ড বাজারটিলা গ্রামের পানীয় জলের পাইপ লাইন মাটির দ্বশ ভেঙে পড়ে তিন টুকরো হয়ে যায়। উত্তরকলম চোরা চৌমুহিস্থিত পাম্প মেশিন থেকে ড্রিংকিং ওয়াটার স্যানিটেশন মিশনে জল প্রদান করে থাকে বাজারটিলা গ্রামে। কিন্তু যেহেতু বর্ষাকাল টানা ৩-৪ দিন বৃষ্টির হওয়ার ফলে পাড়ার ড্রেনের জল গিয়ে মাটি ভেঙ্গে পাইলেন ভেঙে যায়। তারপর হইতে বাজারটিলা পানীয় জল আর প্রদান করা যাচ্ছে না এমনটি বললেন পাম্প অপারেটর আব্দুল হাকিম। উক্ত পাঠ ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে গ্রাম প্রধান কে জানানো হয়েছে এবং পার্টির নেতৃত্ব স্থানীয় লোকদেরও জানানো হয়েছে। এই পাইপ লাইন সারাইয়ের জন্য এবং দ্রুত সংস্কার করে পানীয় জল প্রদান করার ব্যবস্থা করার জন্য এস ডি ও তোতা সুমন সরকার মহোদয়কে জানানো হয়েছে এবং উনার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ার সুমনা মহোদয় কে জানানো হয়েছে।। পঞ্চায়েত তরফ থেকে দফতরের ডিস্ট্রিবিউচারে নিয়েছে এবং ভিডিও সাহেবকে ব্লক চেয়ারম্যান ব্লক মন্ডল প্রেসিডেন্ট সমস্ত নিয়েছে বাজারটিলা পাইপলনের এই অবস্থা অবিলম্বে সাড়াই করার জন্য শুরু করেন। কিন্তু এস ডি ও সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার মহদিয়া প্রথম তিন চার দিন কোন তদন্তি করেননি তারপর গ্রামবাসী এবং প্রধান মিলিয়ে যখন প্রেশার করেছে তখন সারা জীবন নিয়ে তদন্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে দেখে বলছে যে আপনারা পানির জল দ্রুত পেয়ে যাবেন কিন্তু একটু সময় লাগবে অপেক্ষা করুন ধৈর্য ধরুন একথা বলে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন উনারা। কিন্তু দেখভাল করেও গেছেন আজ পর্যন্ত পানীয় জলের পাইপ লাইন সারাই হয়নি এবং জলের কোনো রকম বন্দোবস্ত করেননি ফলে গ্রামবাসী বাধ্য হয়ে পুকুরের জল পান করছে। এবং বৃষ্টির জলে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে এদিকে গ্রামবাসী রাগ ও খুবই দীর্ঘদিন হয়ে গেল আজ প্রায় ২০-২২ দিন ধরে আমরা জল পাচ্ছি না জল এই নিয়ে মহিলাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে জল ছাড়া কি করে মানুষ বাঁচতে পারে। গ্রামবাসী সংবাদ প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে অভিযোগ করেন যে গতকালকে ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক এসে দেখে গেছে অথচ এখন পর্যন্ত কোন কাজই করছে না তাহলে আমরা জল পেতে আরো কতদিন লাগবে আদৌ কি কখন ঠিক হবে তার নিশ্চয়তা নেই আমাদের ভোগান্তি কষ্ট দুঃখ পরিণামে আমরা পুকুরের জল পান করতে বাধ্য হচ্ছি। বক্সনগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারকি ভিডিও সাহেব ব্লক চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্টের সমস্ত লোক দ্রুততার সঙ্গে যদি পাইপ লাইনে কাজ না করেন তাহলে বাজারটিলা মানুষের আরও দুঃখ কষ্ট দুর্দশা হবে তারপরও মানুষ একটু আশাবাদী সরকারের নিকট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিন আমরা এখন জল না খেয়ে মরার মত মরতে যাচ্ছি। সরকারের জরুরী পরিষেবার মধ্যে একটা হচ্ছে পানীয় জল তাহলে কেনই বা এত দেরি হবে এই নিয়েও জনগণের মধ্যে হতাশার সুর তার মধ্যে পাড়াতে একটা বিয়ে হয়েছিল বিয়েতেও পানির জনের কোনো বন্দোবস্ত নেই যদিও পঞ্চায়েত এবং ডিউটি অফিস থেকে বলছিল যে ড্রিংকিং ওয়াটার গাড়ি দিয়ে জল দেবে ওরা এসেছিল জল রাস্তার মাঝখানে অনেক নিচে ছিল সেখান থেকে উঠানোর মতো অসম্ভব। তারপরও বৃষ্টির জলে এবং বাজার থেকে সরানো হয়েছে এখন পর্যন্ত জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই সেই বিষয়টি যাতে কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে নজর দেন এবং পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বত্রিশ পরিবার আজ অসহায় হতাশা পানীয় জলের জন্য হাহাকার।

কৈলাসহরে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। কৈলাসহর মহকুমার জনজীবনের সমস্যাসম্বলিত নয় দফা দাবিতে সি.পি.আই.এম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যেগে মিছিল করে স্মারকলিপি দেওয়া হয় মহকুমা শাসককে। সোমবার দুপুরে পার্টির মহকুমা দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের নেতাজী কর্নার, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ভগিনী নিবেদিতা দ্বাদশ স্কুল, কৈলাসহর থানা, টাউনহল হয়ে মহকুমাশাসক অফিসের সামনে যায়। সেখানে পার্টির মহকুমা সম্পাদক বিশ্বরুপ গোস্মামীর নেতৃত্বে সাতজনের প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসকের অনুপসিতিতে মহকুমাশাসক অফিসের ডেপুটি মেজেস্ট্রেট মতিলাল দেববর্মার হাতে স্বারকলিপি তোলে দেন। ডেপুটেশনে মহকুমা কমিটির সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম নেতা কান্তিলাল দেব, রনজিৎ দেবনাথ, মুটুক আলী, নীলকান্ত সিনহা, প্রসেনজিৎ গুন ও নারী নেত্রী আনোয়ারা বেগম। ডেপুটেশন শেষে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বরুপ গোস্মামী বলেন যে, রাজ্যের গ্রামপাহাড়ে কাজ খাদ্যের চরম সংকট তৈরী হয়েছে।গ্রাম-পাহাড় সর্বত্র কাজ ও খাদ্যে সুনিশ্চিত করা,রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে কাজের দিন ও মজুরি বৃদ্ধি করা,দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা,প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় জিও ট্রেক হওয়া সত্বেও যেসকল সুবিধাভোগীর নাম বাতিল হয়েছে তাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা সহ সকল গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মান করে দেওয়া,গ্রাম-পাহাড় সর্বত্র প্রত্যেক পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয়জল সুনিশ্চিত করা,জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে প্রয়োজনমতো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার,নার্স নিয়োগ করে পরিকাঠামো উন্নয়ণ করা,পুর এলাকায় ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার করে যানবাহন চলাচলে উপযোগী করা, নদীর বাঁধ সংস্কার করা,ভুতুড়ে বিল বন্ধ করে বিদ্যুৎ পরিসেবা উন্নত করা,সামাজিক ভাতা প্রতিমাসে নিয়মিত দেওয়া ও 'স্বদেশ দর্শন' প্রকল্পে ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে বরাদ্দকৃত প্রজক্টের কাজ দ্রুত শেষ করা। সোমবারের গণ ডেপুটেশনে শহর ও আশপাশ অঞ্চলের প্রচুর মানুষেরা সামিল ছিলেন।

মথা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজেপিতে ২০৬ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।।সোমবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ডে বিজেপি দলের ১৯ চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। মথা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলো ২০৬ ভোটার। এই যোগদান সভায় তিপরা মথা দল ত্যাগ করে ৫৬ পরিবারের ২০৬ ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে তাদেরকে বিজেপি দলে বরণ করে নেন চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ, জনজাতি মোর্চার রাজ্য নেতা ডেভিড দেববর্মা, বিচিং দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আগামী দিনে তারা বিজেপি দলের হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। এই যোগদান সভাকে ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে মাত্র চার মাস। এরই মধ্যে চড়িলাম বিধানসভার বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় তিপ্রা মথা দলে বড়োসড় ভাঙ্গনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র গুঞ্জন।সোমবার হঠাৎ এই যোগদান সভা দেখে রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলে প্রশ্ন আগামী লোকসভা নির্বাচন ঘোষনার পূর্বেই কি তিপরা মথা দলের বড়োসড়ো ভাঙ্গন হতে চলছে।

বিজেপি জেলা কার্যালয় যাওয়ার সড়কে ড্রেন নির্মাণ নিয়ে ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। কৈলাসহর কালিপুর ১৩ নং ওয়ার্ড এলাকার বিজেপি জেলা কার্যালয় ভবনের মূল সড়কের উপর ড্রেন করা নিয়ে তুমুল ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন খোদ মহকুমা শাসক। জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা ফনি দত্ত নামে এক ব্যক্তি রাস্তার উপর দিয়ে আজ ড্রেন কেটে দেন। যার ফলে রাস্তাটি নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষয়টি এলাকাবাসীরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে উনি বলেন এটি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি।তাই সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এই রাস্তার উপর।এর পর ওই ব্যক্তি এলাকাবাসীদের গালিগালাজ করলে এলাকায় উপস্থিত হন ওই এলাকার কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায়।।তিনি বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানালে পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে আসেন এবং পরবর্তীকালে ঘটনাস্থলে আসেন কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার। মহকুমা শাসক ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মহকুমা শাসককে ওই ব্যক্তি জানায় আইনের যা ধারা রয়েছে তা প্রয়োগ করে আমাকে শাস্তি দিন। এর পর ঘটনাস্থল থেকে বিমুখ হয়ে মহকুমা শাসক চলে যান এবং বুঝতে পারেন ওই জায়গাটি ওনার নিজস্ব এবং পৈত্রিক সম্পত্তি। উনি ব্যবহার করার জন্য এলাকাবাসীদের দিয়েছেন। তাই উনার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এই রাস্তার উপর। পাশাপাশি উনার বাড়ির পাশে ড্রেনের অবস্থা খারাপ রয়েছে যার জন্য উনি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দাবী দিবস পালন করল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ১০ জুলাই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সর্বভারতীয় দাবি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে সি আই টি ইউর উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেলপারদের স্বার্থ সম্বলিত ১৩ দফা দাবিতে মিছিল এবং ডেপুটেশন প্রদান করেন লেবার কমিশনারের নিকট।উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ও নেতৃত্ব সমর চক্রবর্তী।

ইন্দ্রনগরে বাংলার মাঠ এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। আগরতলা পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ইন্দ্রনগরে বাংলার মাঠ এলাকায় রাস্তা আজও সংস্কার হয়নি। নির্বাচনের আগে স্থানীয় করেটর রাস্তাটি সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাতে আশায় বুক বেঁধেছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু আশায় গুড়েবালি। স্থানীয় কর্পোরেটর এবং বিধায়ক কেউই রাস্তাটির সংস্কারের জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলে এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। আগরতলা ইন্দ্রনগর বাংলার মাঠ এলাকায় কর্পোরেটের সম্পা সেন সরকার রাস্তা সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পৌরনিগমের আট নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাঘাটের সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায়।একটি কাঁচা রাস্তার বেহাল দশায় প্রায় ১০ থেকে ১২টি পরিবার প্রায় কুড়ি ছর ধরে এই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এলাকার কর্পোরেটের কথা দিয়েছিলেন রাস্তার কাজ করে দেবেন। কিন্তু নির্বাচনের আগেও রাস্তাটি হয়নি, নির্বাচনের পরেও আজ অনেকদিন কেটে গেল রাস্তাটি হয়নি। ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। অভিযোগ এই এলাকার বিধায়কও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। অবিলম্বে বাংলার মাঠ এলাকার রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।। অন্যথআয় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে জোলাইবাড়ীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুলাই।। সংগঠনকে শক্তিশালী করেগরে তোলারলক্ষ্যে ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী। এরই মধ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী মন্ডলের বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প এলাকায়, মুহুরীপুর আর এফ এলাকায়, উত্তর জোলাইবাড়ী, পূর্ব চড়কবাই, পশ্চিম চড়কবাই, পশ্চিম পিলাক, রামরাইবাড়ী ও কলীরমুখ এলাকায় বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের নিয়ে এক সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠীত করাহয়। এই সাংগঠনিক আলোচনা সভার মাধ্যমে সংগঠনকে কিভাবে আরোশক্তিশালী করে গরেতোলাযায় ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত এই সাংগঠনিক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, যুব মোর্চার জোলাইবাড়ীর মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

দুই দিনের সফরে ভারতে আসছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহীদ আগামীকাল ভারতে দুই দিনের (১১-১১ জুলাই) সরকারি সফরে নয়াদিল্লি পৌঁছাবেন। বিদেশ মন্ত্রকের মতে, শহিদের সফরটি উভয় পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের সফরের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে। এটি দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী শহিদ পারস্পরিক স্বার্থের দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বিদেশমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করবেন। উভয় মন্ত্রী ভারতীয় অনুদান সহায়তার অধীনে প্রকল্প উন্নয়ন চুক্তি বিনিময়ও প্রত্যক্ষ করবেন। এছাড়াও, আরও নানা কর্মসূচী রয়েছে মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী শহিদের এই সফরে।

জম্মুর হোটেলে রহস্যজনক অবস্থায় পর্যটকের মৃতদেহ উদ্ধার

জম্মু, ১০ জুলাই (হি. স.) : সোমবার জম্মুর পুলিশ পোস্ট রেসিডেন্সি রোডের কাছে একটি হোটেলে রহস্যজনকভাবে এক পর্যটকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতের নাম রবিন্দর শুক্লা (২৮)। তিনি উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, হোটেলের কর্মীদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হোটেলের একটি ঘর থেকে ওই পর্যটকের রহস্যজনক দেহ উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জিএমসি জম্মুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক বলেন, তার মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।

'অন্ধকার সুরঙ্গ শেষে আলোর রেখা দেখা যায়', অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্তব্য রাজ্যপাল বোসের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : 'অন্ধকার সুরঙ্গ শেষে আলোর রেখা দেখা যায়'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকের পর একথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে।পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটপর্বে দিকে দিকে অশান্তির মাঝেই দিল্লিতে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেও গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের গলায় শোনা গেল নতুন আশার কথা। বললেন, 'ভোরের আলো ফোটার আগে সবথেকে বেশি অন্ধকার থাকে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলো অবশ্যই থাকবে।' আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হল, সেই বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজ্যপাল বোসকে। জবাবে সরাসরি কিছু না বললেও তিনি বলেন, 'আজ আমি যে বার্তা পেয়েছি, তা হল শীতকাল আসা মানে, বসন্ত খুব বেশি দূরে নয়। আগামী দিনে অবশ্যই ভাল কিছু হবে।'

প্রসঙ্গত, শনিবার পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। বাসন্তী থেকে দিনহাটা, মুর্শিদাবাদ থেকে কোচবিহার- ভোট হিংসায় রক্তাক্ত হয়েছে বহু এলাকা। শুধু ভোটের দিনই প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৯ জন। সেদিনও একাধিক জেলা ঘুরেছেন 'গ্রাউন্ড জিরো' রাজ্যপাল।

বারবার অশান্তি নিয়ে নিশানা করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে। রাজ্যের গণতন্ত্র বিপর্যস্ত বলেও দাবি করেন তিনি। এহেন পরিস্থিতিতেই নির্বাচন মিটতে না মিটতে রবিবার দিল্লি পৌঁছে যান সিভি আনন্দ বোস। সোমবার, প্রথমে দেখা করেন রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে। এরপর বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বেরিয়ে রাজ্যপালের মুখে এই নতুন আশার বাণী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সিপাহীজলা জেলা উত্তরের উদ্যোগে ধন্যবাদ রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।। গত সাত জুলাই রাজ্যে বিধানসভায় পেশ হয় ২০২৩ত্ত২৪ অর্থবর্ষের বাজেট অধিবেশন।রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এই বাজেট বিধানসভায় পেশ করেন।এই বাজেট রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে হয়। ত্রিপুরা সরকারের জনকল্যাণমুখী বাজেটের সমর্থনে সোমবার রাজ্যের সব গুলো জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ও অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় কে ধন্যবাদ জানিয়ে করা হয় ধন্যবাদ সূচক রেলির।আজ সিপাহীজলা জেলা উত্তরের উদ্যোগে বিশালগড় বাজারে অনুষ্ঠিত ধন্যবাদ রেলি উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব,সিপাহীজলা জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক,সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য সহ জেলা মন্ডল ও বুথস্তরের সমস্ত কার্যকর্তাগণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।